পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 323 Wednesday, 28 October, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩২৩ সংখ্যা ✻ ১০ কার্তিক ১৪৩৩, বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

Ministry of Home Affairs
Government of India
CBC 19101/13/0021/2627
সকল জাতির মধ্যে, আমাদের জাতিই সবচেয়ে মহিমান্বিত
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে স্যালুট
জাতীয় ঐক্য দিবস
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট
একই জায়গায় ঐক্যের নানা রঙ দেখুন
ভারত পর্ব
১লা থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট
Rashtriya Ekta Diwas
31st OCTOBER, 2026
তথ্যের জন্য এবং থাকার জায়গা বুক করতে স্ক্যান করুন, অথবা ভিজিট করুন rashtriyaektadiwas.com

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বেহালার ঘটনায় প্রেমিকার বাবা-মামাকে খালি গায়ে ঘোরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ বেহালাকাণ্ডে অভিযুক্তদের এবার খালি গায়ে ঘোরাল পুলিশ। শুধু হাফপ্যান্ট পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তরুণীর বাবা ও মামাকে খালি গায়ে ঘোরাল পুলিশ। গত পরশু অর্থাৎ রবিবার বেহালার সরশুনা এলাকায় যুবতীর পরিবার তাঁদের বাড়ির মেয়ের সম্পর্ককে না মানতে পেরে প্রেমিক ও তার পরিবারকে শারীরিক নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় গ্রেফতার হন যুবতীর বাবা ও মামা। এবার তাঁদেরই খালি গায়ে ঘোরাল পুলিশ। গত ২৫ অক্টোবর ওই যুবক-যুবতী একান্তে বসেছিল। সেই সময় তাঁদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় হাতেনাতে ধরে

ফেলেন প্রেমিকার পরিবারের লোকজন। এরপরই যুবককে ও তাঁর এক বন্ধুকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে যুবতীর বাবা এবং মামা বলে অভিযোগ। এরপর ডাকা হয় যুবকের বাবাকে। খবর পেয়ে প্রেমিকের বাবা সেখানে আসেন। অভিযোগ, তারপর তিনজনকে উলঙ্গ করে এলাকায় ঘোরায়। এমনকী, বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। বাবাকে বলা হয়, ছেলেকে গুলি করতে, নাহলে নগ্ন করে হাঁটাতে। ভরা রাস্তায় তিনজন পুরুষকে এভাবে হাঁটানো হচ্ছে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান এলাকার বাসিন্দারা। খানিক বাদে উত্তেজিত জনতা চড়াও হয় মেয়েটির বাড়িতে। খবর পেয়ে সরশুনা থানার পুলিশ আসে, ততক্ষণে মেয়ের বাবা ও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা পালিয়ে যায়। মেয়েটির মামাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ক্ষিপ্ত জনতা। তাঁকে মারধর করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। সেই ঘটনাতেই আজ পুলিশ অভিযুক্তদের হাঁটাল।

রাজ্যে ফের এনকাউন্টার, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে অভিযুক্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উঃ ২৪ পরগনা, ২৭ অক্টোবরঃ বারুইপুরের ঘটনার পর এবার গাইঘাটা। পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হল ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে অভিযুক্তর। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোররাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ধৃত প্রহ্লাদ দাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে এক পুলিশ আধিকারিকের রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। পুলিশের দাবি, আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা গুলি চালাতে হয় আধিকারিকদের। তাতেই গুলিবিদ্ধ হয় প্রহ্লাদ। পরে তাকে বনগাঁ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোররাতে প্রহ্লাদকে অকুস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ঘটনার পুনর্নির্মাণের পর পুলিশ তাকে নিয়ে ফিরছিল। সেই সময় আচমকাই এক পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নেয় সে। অভিযোগ, এরপর পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রহ্লাদ। প্রাণ বাঁচাতে এক পুলিশ

আধিকারিক খালে ঝাঁপ দেন বলে দাবি পুলিশের। অন্য এক আধিকারিক পাল্টা গুলি চালান। তাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রহ্লাদ। তাকে দ্রুত বনগাঁ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নিহত প্রহ্লাদের পরিবারের সদস্যরাও খবর পেয়ে পৌঁছন হাসপাতালে। এনকাউন্টারের ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তারা। প্রহ্লাদের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কী পরিস্থিতিতে গুলি চলেছিল, তা তদন্তের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুজোর দিন সকালে গাইঘাটায় একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার রাতে বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিল সে। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। পর দিন সকালে এক আত্মীয়ের বাড়ির পিছনে, শৌচাগারের কাছ থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়।

● এরপর ৬ পাতায়...

‘বইটা বেরোলে কিছু তামাশা তো হবেই’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক। কিন্তু সেই সব লেখা কতটা সত্যি? সোনিয়া গান্ধির দাবি, তাঁর সম্পর্কে লেখা অনেক কথাই হয় মনগড়া, নয়তো অতিরঞ্জিত। এ বার নিজের জীবনের সেই গল্প নিজেই বলতে চান তিনি। আর সেই গল্প প্রকাশ্যে এলে যে চর্চা হবে, তা-ও বিলক্ষণ জানেন কংগ্রেস নেত্রী। আগামী ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হতে চলেছে সোনিয়ার আত্মজীবনী বিলঙ্গিংঃ আ জার্নি অফ লাভ। তার আগে একটি ভিডিওয় বইটি নিয়ে

কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বইটা বেরোলে কিছু তামাশা তো হবেই।’’ কেন আত্মজীবনী লেখার সিদ্ধান্ত? সোনিয়া জানিয়েছেন, তাঁকে নিয়ে বহু লেখার মধ্যে অনেক তথ্যই সঠিক ছিল না বলে তাঁর মনে হয়েছে। কোথাও ঘটনা বানিয়ে লেখা হয়েছে, কোথাও আবার বাড়িয়ে বলা হয়েছে। তাই নিজের জীবনে যা ঘটেছিল, তা যেমন ঘটেছিল, সে ভাবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি।

● এরপর ৬ পাতায়...

কমিশনের বৈঠক থেকে বেরিয়ে এক সুর তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেসের, ১০ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ আগামী ১০ নভেম্বরের পর রাজ্যে পুরসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই আবহে খসড়া ভোটার তালিকা ও বুথ তালিকা নিয়ে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক সেরে ফেলল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং ট্রাইব্যুনালে লক্ষাধিক ভোটারের নাম বিচারাধীন থাকা অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি ভোট করানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধীরা। বৈঠকে একতরফা সিদ্ধান্ত চাপানোর অভিযোগ তুলে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম, কংগ্রেস ও মমতা তৃণমূল। কমিশন সূত্রে খবর, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও, আইনি বা বিচারাধীন প্রক্রিয়ার জন্য পুরভোট আটকে রাখা যাবে না। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভোট করানোর প্রস্তুতি সেরে রাখছে কমিশন। তবে এ দিন সর্বদলীয় বৈঠক শুরু হতেই বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে কমিশন। সিপিএম প্রতিনিধি সুব্রত দত্ত অভিযোগ করেন, এই বৈঠকটি আদতে ‘লোক দেখানো’। এসআইআরের জেরে বাদ পড়া ভোটারদের নাম বাদ রেখেই পুরনো তালিকার ওপর ভিত্তি করে ভোট করানোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। খসড়া ভোটার তালিকায় ‘ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশন’ বা দাবি-আপত্তির পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা হয়নি বলেও তাঁর অভিযোগ। কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সুর চড়িয়ে বলেন, এই সর্বদলীয় বৈঠক সম্পূর্ণ প্রহসন। বোরো ও বুথ বিন্যাস কিংবা ওয়ার্ডগুলির সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও স্পষ্ট তথ্য না দিয়েই তড়িঘড়ি ভোট করাতে চাইছে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘শাসকের আইন নয়, বাংলায় আইনের শাসন চলছে’, গাইঘাটা কাণ্ডে তৃণমূলকে খোঁচা শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় পুলিশি ‘এনকউন্টারে’ মৃত্যু হল কিশোরীকে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসের। পুলিশের দাবি, রাতে অভিযুক্তকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফেরার পথে বন্দুক ছিনিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রহ্লাদ। আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশও। তাতেই মৃত্যু হয় অভিযুক্তের। ঘটনা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এবার সেই বিষয়ে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য

সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ‘‘শাসকের আইন নয়, বাংলায় এখন আইনের শাসন চলছে।’’ শুধু তাই নয়, তৃণমূল জমানায় পুলিশের একাধিকবার আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গও তুলেছেন তিনি। গত রবিবার গাইঘাটায় এক কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। প্রতিবেশীর বাড়ির অদূরে ওই দেহ মেলায় আতঙ্ক ছড়ায়। ধর্ষণের পর তাকে খুন করা হয়েছে বলে মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গতকাল রাতে পুলিশ ধৃতকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য গিয়েছিল। সেখানেই পালানোর চেষ্টা করেছিল

● এরপর ৬ পাতায়...

কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান

দিল্লিতে বৈঠকের পর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ গঙ্গা ভাঙন রোধে দিল্লিতে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলাকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। আইটিআই কানপুর ও আইটিআই রুড়কি পরিকল্পনা তৈরি করবে। ১২টি স্পার তৈরি করা হবে। মঙ্গলবারের এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উপস্থিত

ছিলেন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরাও। গঙ্গার ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং নদীখাতে পলি তোলার কাজ-সহ একাধিক বিষয়ে বৈঠক হয়। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে। দেশের শীর্ষ আইআইটি কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও মালদহে গঙ্গার ব্যাপক ভাঙন চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। এবছরের বর্ষায় কালিয়াচকের ভূতনিচর ভয়াবহ বন্যা দেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী পুজোর আগে সেখানে গিয়ে একাধিক ‘উপহার’ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল মালদহে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে। তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের পর বঙ্গে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, চলতি আর্থিক বছরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী বছরের জুনের মধ্যে বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক প্রকল্পটি ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ করার কথা। ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুরের স্থানীয় বিধায়কদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে।

‘মুখের কথায় হবে না, আবেদন করুন’, রাহুল-সহ সব পক্ষকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থা ও ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। ১১ সপ্তাহ ৩ দিনের গর্ভবতী ওই সাংবাদিকের দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিস জারির নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, স্রেফ মুখের কথায় নয়, আবেদনের ভিত্তিতেই এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচারপ্রক্রিয়া চালানো হবে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১২ অক্টোবর। নির্বাচন কমিশনের ‘এসআইআর’ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন জমা দিতে এসেছিলেন রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী নেতারা। অভিযোগ, আদালত চত্বরে মিছিল করে ঢোকার মুখে লোকসভার বিরোধী দলনেতা হঠাৎই ওই সাংবাদিককে মূল গেটের দিকে ধাক্কা দেন। ভিড়ের চাপে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান তিনি এবং দুই হাতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করেন। ভিড়ের কারণে স্রেফ অনিচ্ছাকৃত ধাক্কাধাক্কি নয়, বরং নিরপত্তা কর্মী ও অন্যান্য সাংবাদিকদের উপস্থিতিতেই ওই সাংবাদিকের বারংবার আকুতি সত্ত্বেও সবার সামনে তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পড়ে যাওয়ার আঘাতে তাঁর হাতে মারাত্মক চোট লাগে, মুখের কাছে থাকা মাইক্রোফোনের রিসিভারটি খুলে যায় এবং মোবাইল ফোনটি ভেঙে যায়। সেদিনের সম্পূর্ণ রেকর্ডিং তাঁর চিত্রগ্রাহকের ক্যামেরায় ধরা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। ঘটনার পর তলপেটে যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় রাত ৯টা নাগাদ তাঁকে স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপত্র-সহ তাঁকে ছাড়ার সময়

● এরপর ৬ পাতায়...

ইন্দ্রনীলের মামলার শুনানি হল না সুপ্রিম কোর্টে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি হল না সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। ব্যক্তি ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর সম্পর্কিত মামলার সঙ্গে পূর্বে যুক্ত থাকার কারণে বিচারপতির এই সিদ্ধান্ত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২ নভেম্বর। দুর্গাপুজোর পাস বিক্রির অভিযোগ উঠেছে ইন্দ্রনীল সেনের নামে। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সংস্থা ‘মাস আর্ট’-এর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর বাড়িতে তল্লাশিও করেছেন তদন্তকারীরা। ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে ভিআইপি পাস ও

টিকিট চড়া দামে বিক্রি করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে। এরপর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে সিজিও কমপ্লেক্সে দু’বার তলব করা হয়েছিল। ১০ ঘণ্টার বেশি সময় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আর্জি করেছিলেন ইন্দ্রনীল সেন। কিন্তু সেই শুনানিতে স্বস্তি পাননি তিনি। তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ। এরপর গ্রেফতারির আশঙ্কা জোরাল হতেই সুপ্রিম কোর্টে ছুটলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। আজ বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চে এই মামলা তালিকাভুক্ত ছিল। তবে, সেটি শুনলেন না তাঁরা। এবার নতুন বেঞ্চে এই মামলা তালিকাভুক্ত করবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

ড্রপ বক্সে ৬ হাজার আবেদন! কালীপুজোর পরই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বিজেপি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ কালীপুজোর পরপরই পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি। ধাপে ধাপে নয়, বরং একসঙ্গেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে পদ্ম শিবিরের। নভেম্বরের শেষেই রাজ্যে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দিতে পারে কমিশন। আজ দুপুরেই সর্বদলীয় বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে, বলা যেতে পারে, রাজ্যে আরও একটা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। পুরভোটকে কেন্দ্র করে জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শাসক শিবির। এই মুহূর্তে পুরভোটে বিজেপির প্রার্থী বাছাই নিয়ে সবথেকে বেশি চর্চা চলছে। রাজ্য-রাজনীতিতে জোর জল্পনা, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের প্রার্থী করা হতে পারে। অনেকেই নাকি প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে আবেদন পাঠিয়েছেন রাজ্য বিজেপিতে। আরও একটা জল্পনা যে এনসিপিআই থেকে যোগ দেওয়া সাংসদদের প্রার্থী করা হতে পারে। অর্থাৎ পুরভোটে এনসিপিআই-বিজেপি জোট জল্পনা। যদিও সেই জল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিকে, গতকাল অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর সোমবার বিজেপির ড্রপবক্সে আবেদন নেওয়া শেষ হয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার পাশাপাশি বালি, হলদিয়া, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং ধূপগুড়িতেও পুরভোট হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে একাধিক পুরসভায় প্রার্থী

বাছাইয়ের চ্যালেঞ্জ রয়েছে বিজেপির সামনে। তাই দ্রুত প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া গুছিয়ে নিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। সেই কারণে আবেদনপত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া, সব দিকেই নজর রাখছে দল। বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, কলকাতা পুরভোটে প্রার্থী হতে চেয়ে ড্রপ বক্সে আবেদন জমা দিয়েছেন প্রায় ৬ হাজারজন। তবে শুধু ড্রপ বক্সেই নয়, ই-মেল, ডাকযোগে এবং দলীয় নেতৃত্বের হাতেও আবেদনপত্র জমা পড়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, প্রার্থীদের আবেদন সংগ্রহের জন্য একটি ড্রপ বক্স রাখা হয়েছিল। সেটি মোট আটবার খোলা হয়েছে। প্রতিবার প্রায় ৭৫০ থেকে ৮০০টি করে আবেদনপত্র জমা পড়েছে বলে দাবি সূত্রের। সেই হিসাব ধরেই ড্রপ বক্সে জমা পড়া আবেদনপত্রের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার বলে জানা যাচ্ছে। তবে আবেদনপত্রের এই বিপুল সংখ্যা নিয়ে যেমন চর্চা রয়েছে, তেমনই প্রশ্ন উঠছে, প্রার্থী বাছাইয়ে ড্রপ বক্সের গুরুত্ব ঠিক কতটা? প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমে খবর হওয়ার জন্যই ড্রপ বক্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, ‘‘যেটা হওয়ার, সেটা হবে।’’ রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাহলে কি ড্রপ বক্সে আবেদন জমা নেওয়া শুধুই প্রচারের জন্য? নাকি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আবেদন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা এড়াতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। দলীয় সূত্রে খবর, ড্রপ বক্সে জমা পড়া আবেদনপত্রগুলির প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শুধু আবেদনপত্র দেখে নয়, সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উপরেও জোর দিচ্ছে বিজেপি। সূত্রের দাবি, জেলা ও মণ্ডল স্তর থেকে আবেদনকারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের রাজনৈতিক পরিচিতি, সাংগঠনিক ভূমিকা এবং এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। একইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমেও আবেদনকারীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সব দিক খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

‘মানুষের ভরসা ফিরিয়ে আনতে গেলে পুলিশকে কিছু অপ্রিয় কাজ করতে হবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ‘সকালে জমা, বিকেলে খরচ’। স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, নারী সুরক্ষায় কোনও আপোষ নয়। দোষীদের রেয়াত করা হবে না। আইন ভাঙলে কড়া শাস্তিও হবে। কড়া পদক্ষেপ হিসেবে এর আগে বারুইপুরে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে গুলি করে পালানোর সময় এনকাউন্টার করা হয়েছিল অভিযুক্তকে। এবার গাইঘাটায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। আইনের ঊর্ধ্বে যে কেউ নয়, আইন অমান্য করলে কী হতে পারে, তা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন মন্ত্রী। গাইঘাটার এনকাউন্টারের ঘটনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘এর আগেও ঘটনা ঘটেছে। খুনি পালাচ্ছিল। এনকাউন্টার হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। এখানেও হয়েছে। বিচারের সামনে সবাইকে আনতে হবে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।

● এরপর ৬ পাতায়...

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA

VEDANT POLY FABS LTD.
ISO 9001: 2015, ISO 22000 : 2018 & HACCP Certified Company

VEDANT POLY FABS LIMITED

(Please scan this QR Code to view the Offer Document

Our Company was originally incorporated on December 10, 2018 at Kolkata, West Bengal as a Private Limited Company in the name and style of "Vedant Poly Fabs Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U25209WB2018PTC229187 issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company at the Extra- Ordinary General Meeting held on August 07, 2025, and consequently the name of our Company was changed from "Vedant Poly Fabs Private Limited" to "Vedant Poly Fabs Limited" and a fresh certificate of incorporation dated August 21, 2025 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U25209WB2018PLC229187. For detailed information, see "History and Certain Corporate Matters" on page 237 of the Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: 6/1/Q Digberia Road, Barasat, P.O. Badu, PS Barasat North 24 Parganas, Badu, Barasat- I, West Bengal, India 700128
Contact Person: Sourindra Nath Mukherjee, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 82408-77760 **E-mail:** cs@vedantpolyfabs.com; **Website:** www.vedantpolyfabs.com
Corporate. Identity Number: U25209WB2018PLC229187

OUR PROMOTERS: MR. PANKAJ KUMAR MAHESHWARI, MRS. SUJATA MAHESHWARI AND M/s SETHSAWARIA POLY FAB LLP

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. THIS OFFER IS A BOOK BUILT OFFER AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. (For further details, please see "The Offer" beginning on page no. 79 of the Red Herring Prospectus). A copy of the Red Herring Prospectus will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For further details please refer to the Chapter titled "Offer Procedure" beginning on Page No 396 of the Red Herring Prospectus

OFFER PERIOD

BID OFFER OPENS ON: MONDAY, NOVEMBER 02, 2026

BID OFFER CLOSES ON: WEDNESDAY, NOVEMBER 04, 2026

INITIAL PUBLIC OFFER OF 60,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF VEDANT POLY FABS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") OF WHICH FRESH ISSUE OF 54,26,400 EQUITY SHARES AND OFFER FOR SALE OF 6,03,600 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ [•] LACS (THE "OFFER"), OF WHICH 3,04,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT AN OFFER PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., OFFER OF 57,25,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT AN OFFER PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 29.92% AND 28.41%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.
** Subject to finalization of basis of allotment*

DETAILS OF SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF AQUISITION

NAME OF THE SELLING SHAREHOLDER	TYPE	NUMBER OF SHARES OFFERED	WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION PER EQUITY SHARE (IN ₹)
M/s Sethsawaria Poly Fab LLP	Promoter - Selling Shareholder	Up to 6,03,600 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each of our Company aggregating ₹ [•] lakhs	20.21

PRICE BAND: ₹ 88 TO ₹ 94 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 8.8 TIMES OF FACE VALUE AND CAP PRICE IS 9.4 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR JUNE 30, 2026 AT THE FLOOR PRICE IS 9.32 AND AT THE CAP PRICE IS 9.75 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2,400 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,200 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

We are engaged in the manufacturing of flexible packaging materials and operate as a business-to-business (B2B) supplier to customers across India. Our product portfolio includes multilayer Low-Density (LD) films such as 3-layer and 5-layer films, shrink films, barrier films, printed laminates, and milk and oil pouches.

(1) Our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.
***The UPI mandate end time and date shall be at 5.00 P.M on Bid/Offer Closing Day**
For further details please refer to the Chapter titled "Offer Procedure" beginning of Page 396 of Red Herring Prospectus. A copy of this Red Herring Prospectus shall be delivered for registration to the Registrar of Companies, Kolkata at West Bengal as required under section 26 and 32 of Companies Act 2013

ALLOCATION OF THE OFFER

QIB PORTION	NOT MORE THAN 50% OF THE NET OFFER
INDIVIDUAL PORTION	NOT LESS THAN 35% OF THE NET OFFER
HNI PORTION	NOT LESS THAN 15% OF THE NET OFFER
MARKET MAKER PORTION	UPTO 3,04,800 EQUITY SHARES OF 5.055% OF THE OFFER

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFPORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

RISKS TO INVESTORS

For detailed Risk Factor refer to page 30 of the Red Herring Prospectus.
Risk to Investors: Summary description of key risks based on materiality:

a) Receiving orders verbally can raise the risk resulting in order discrepancies, customer dissatisfaction, and difficulties in scaling operations efficiently
b) We are dependent on our suppliers for uninterrupted supply of Raw-Materials. Any shortfall in the supply of our raw materials, or an increase in our raw material costs and other input costs, may adversely affect the pricing and supply of our products with subsequently having an adverse effect on the business, results of operations and financial conditions of our company.
c) Our business is substantially dependent on key customers, from whom we derive a significant portion of our revenues. The loss of any significant customers may have a material and adverse effect on our business and results of operations.
d) Legal and financial proceedings involving entities related to our Promoters may adversely affect our reputation, business and financial condition.
e) Our Company operations require significant amount of working capital for a continuing growth. Our inability to meet our working capital requirements may adversely affect our results of operations.
f) Details of suitable ratios of the company and its peer group for the latest full financial year:

Sl. No.	Name of the company	Face Value (Per share)	CMP As on October 23, 2026	EPS (Rs)	P/E Ratio	RONW (%)	NAV (Rs. Per share)	PAT (Rs. In Lakhs)
1	Vedant Poly Fabs Limited	10	[•]	2.36	[•]	7.63%	30.97	347.81
Peer Group								
2	B&A Packaging India Limited	10	200.90	14.24	14.11	7.90%	180.16	706.44
3	Barflex PolyFilms Limited	10	51.00	1.93	26.43	7.34%	38.82	391.94
4	RFBL Flexi Pack Limted	10	90.35	5.08	17.79	31.11%	16.32	825.25

Note: Industry Peer may be modified for finalization of Issue Price before filing Prospectus with ROC.
* Sourced from Annual Reports, Audited Financial taken from, BSE and NSE.
Notes
- Considering the nature and turnover of business of the Company, the peers are not strictly comparable. However, the same have been included for broader comparison.
- The figures for Vedant Poly Fabs Limited are based on the restated results for the stub period ended June 30, 2026.
- The figures for the peer group are based on the audited results for the Financial Year ended March 31, 2026
- Current Market Price (CMP) is the price of respective scrip as on October 23, 2026.

g) Return on Net Worth ("RoNW")
As derived from the Restated Financial Statements of our Company:

Period	RoNW, as derived from the Restated Financial Information (%)	*Weight*
Financial Year ended March 31, 2026	25.95%	*3*
Financial Year ended March 31, 2025	29.57%	*2*
Financial Year ended March 31, 2024	16.48%	*1*
Weighted Average	**25.58%**	-
For the stub period ended June 30, 2026*	**30.25%**	-

Notes: Return on Net Worth (%) = Profit for the year / Net Worth at the end of the year
*** Calculated on Annualized Basis for Comparative Purpose.**

h) Details of proposed / under-taken pre-issue placements date from the DRHP filing date- Our company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.
i) Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date- Our promoter(s) and promoter group(s) have not undertaken any transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company from the DRHP filing date.
j) Pre-issue Shareholding of Promoter/Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the company:

Sr. No.	Pre-Offer shareholding as at the date of Advertisement			Post-Issue shareholding as at Allotment			
				At the lower end of the price band (₹88/-)		At the upper end of the price band (₹94/-)	
	Shareholders	Number of Equity Shares	Percentage of holdings	Number of Equity Shares	Percentage of holdings	Number of Equity Shares	Percentage of holdings
Promoters/Promoter Selling Shareholders							
1.	Pankaj Kumar Maheshwari	5,89,009	4.00	5,89,009	2.92	5,89,009	2.92
2.	Sujata Maheshwari	5,89,009	4.00	5,89,009	2.92	5,89,009	2.92
3.	Sethsawaria Poly Fab LLP	1,32,53,340	90.00	1,26,49,740	62.69	1,26,49,740	62.69
Promoter Group							
4.	Anil Kumar Maheshwari	2,93,556	2.00	2,93,556	1.45	2,93,556	1.45
5.	Devansh Maheshwari	100	Negligible	100	Negligible	100	Negligible
Public							
6.	Sudha Daga	100	Negligible	100	Negligible	100	Negligible
7.	Saroj Karnani	100	Negligible	100	Negligible	100	Negligible

Notes:
k) Includes all options that have been exercised until date of the pre-issue and price band advertisement and the post issue shareholding shall be updated in the prospectus based on transfers exercise until such date.
l) Assuming full subscription in the issue (fresh issue). The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final issue price and updated in the prospectus, subject to finalisation of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment (if any such transfers occur prior to the date of prospectus, kit will be updated in the shareholding pattern of the prospectus.

BASIS OF OFFER PRICE

The "Basis of Offer Price" on page 155 of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM forthe "Basis of Offer Price" updated with the above price band. You can scan the QR code given on the first page of this Advertisement for the chapter titled "Basis for Offer Price" on page 155 of the Red Herring Prospectus.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE OFFER

Sequence of Activities	Listing on and above November 09, 2026
Application Submission by investors	Electronic application [Online ASBA through 3- in 1 account]-**Up to 5 pm on day November 04, 2026** Electronic Application [Bank ASBA through Online channels [like Internet banking and Syndicate etc]-**Upto 4 pm on November 04, 2026** Electronic Application [Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications] – **Upto 3 pm on November 04, 2026**
	Physical Application {Bank ASBA}- **Upto 1 pm on November 04, 2026** Physical Applications {Syndicate Non-Retail, Non individual applications of QIBs and NIIs}- **Upto 12 pm on November 04, 2026** and Syndicate members shall transfer such applications to banks **before 1 pm on November 04, 2026**
Bid Modification	From Issue opening date up **to 5 pm on November 04, 2026**
Validation of bid details with depositories	From Issue Opening date **to 5 pm on November 04, 2026**
Reconciliation of UPI mandate transactions {based on the guidelines issued by NPCI from time to time}; Among Stock Exchanges – Sponsor Banks – NPCI and NFCI – PSPs/ TPAPs - issuer banks ; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines	On Daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI sought as and when
UPI mandate acceptance time	**November 04, 2026– 5 pm**
Issue closure	**November 04, 2026– 4 pm** for QIB and NII categories **November 04, 2026– 5 pm** for Individual Investor and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be computed **before 9: 30 AM on November 05, 2026**
Third party check on non -UPI applications	On daily basis and to be computed before **1 pm on November 05, 2026**
Submission of final certificate - **For UPI from Sponsor Bank** - **For bank ASBA from all SCSBs** - **For syndicate ASBA**	UPI ASBA – **Before 9: 30 pm on November 04, 2026** All SCSBs for Direct ASBA **– before 7: 30 pm on November 04, 2026** Syndicate ASBA – Before 7:30 pm on **November 04, 2026**
Finalization of rejections and completion of basis	**Before 6 pm on November 05, 2026**
Approval of basis by stock exchange	**Before 9 pm on November 05, 2026**
Issuance of fund transfer instructions in separate flies for debit and unblock. For bank ASBA and online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Intimation not later **than 09: 30 on November 06, 2026** Completion **before 2 pm on November 06, 2026** for fund transfer Completion **before 4 pm on November 06, 2026** for unlocking
Corporate action execution for credit of shares	Intimation **before 2 pm on November 06, 2026** and Completion **before 6 pm on November 06, 2026**
Filing of listing application with Stock Exchanges and Issuance of trading notice	**Before 7: 30 pm on November 06, 2026**
Publish allotment advertisement	On the website of the issuer BRLM and RTA – **before 9 pm November 06, 2026** In newspapers **– on November 09, 2026 Day but not later than November 09, 2026**

m) Disclosure as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:

a. The price per share of our company based on the primary/ new issue of shares (equity/convertible securities), excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares
There has been no issuance of Equity Shares (excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares) during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transaction combined together over a span of 30 days.

b. The price per share of our Company based on the secondary sale/acquisition of shares (equity shares):
There have been no secondary sale/acquisition of Equity shares or any convertible securities where our promoters or the members of our Promoter Group are a party to a transaction during the 18 months preceding the date of Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transaction combined together over a span of rolling 30 days.

c. Since there were no primary or secondary transactions of equity shares of our company during the 18 months preceding the date of filing of the Red Herring Prospectus, where either issuance or acquisition/ sale is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), the entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction, during the last three years preceding to the date of filing of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of the transaction. There has been no issuance of Equity Shares other than Equity Shares issued for conversion of loan on March 23, 2026 , during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus where such issuance is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days; ("Primary Issue"):

Date of Allotment	No. of Shares Allotted	Face Value (In ₹)	Issue Price (In ₹)	Nature	Cumulative No of Equity Shares	Consideration (In ₹)
March 23, 2026	38,70,731	10.00	41.00	Conversion of Loan	14,72,52,214	NA
Weighted Average Cost of Acquisition (Primary Transaction)				20.18		
Weighted Average Cost of Acquisition (Secondary Transaction)				NA		

d. Weighted Average Cost of Acquisition, Issue Price
CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 237 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our company is a material document for inspection in relation to the offer. For further details see the section "Material Contract and Documents for Inspection" on page 460 of the Red Herring Prospectus.
LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the members of our company is Limited.
AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorized share capital of the company is Rs. 25,00,00,000 divided 2,50,00,000 into equity shares of Rs. 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the company before the issue is Rs. 14,72,52,140 divided into 1,47,25,214 equity shares of Rs. 10 each. For details of the capital structure see "Capital Structure" on the page 108 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM.

ORIGINAL SIGNATORIES			CURRENT PROMOTERS		
Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares
Jagdish Prasad Lakhotia	10	5000	Pankaj Kumar Maheshwari	10.00	5,89,009
Shilpa Lakhotia	10	50000	Sujata Maheshwari	10.00	5,89,009
			Sethsawaria Poly Fab LLP	10.00	1,32,53,340

Listing: The equity shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE ("NSE EMERGE"). Our Company has received an "In-Principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares to letter dated October 01, 2026. For the purpose of the offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring prospectus has been submitted for registration to the ROC on October 27th ,2026 in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013.

Continued on Next Page..

Continued on Previous Page..

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 366 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Documents. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 368 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not any funds in the issue unless they can afford to take risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 30 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India Telephone: +91 33 4004 7188 E - mail: compliance@affinityglobalcap.in Investor Grievance ID: investor@affinityglobalcap.in Website: www.affinityglobalcap.in Contact Person: Ms. Shruti Bhalotia/ Mr Anandarup Ghoshal SEBI Registration Number: INM000012838	CAMEO Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building" 1 Club House Road, Chennai- 600 002 Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: priya@cameoindia.com Investor Grievance e-mail: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: Mrs. K. Sreepriya SEBI Registration No.: INR000003753	VEDANT POLY FABS LTD. ISO 9001: 2015, ISO 22000 : 2018 & HACCP Certified Company Mr. Sourindra Nath Mukherjee Company Secretary & Compliance Officer 6/1/Q Digberia Road, Barasat, P.O. Badu, PS Barasat North 24 Parganas, Badu, Barasat- I, West Bengal, India 700128 Tel: +91 82408-77760 Email: cs@vedantpolyfabs.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at **www.vedantpolyfabs.com**, the website of the BRLM to the Issue at: https://www.affinityglobalcap.in/ , the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company:

6/1/Q Digberia Road, Barasat, P.O. Badu, PS Barasat North 24 Parganas, Badu, Barasat- I, West Bengal, India 700128and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue.

Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter "Offer Procedure" beginning on page 369 of the RedHerring Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: Kotak Mahindra Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For Vedant Poly Fabs Limited
Sd/-
Pankaj Kumar Maheshwari
Managing Director
DIN: 08545761

Date: October 27, 2026
Place: Kolkata, West Bengal

DISCLAIMER: VEDANT POLY FABS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager to the Offer at www.affinityglobalcap.in, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company www.vedantpolyfabs.comAny potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the Section titled "Risk Factors" beginning on Page No. 30 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended ("The Securities Act") or any state securities law in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transaction' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

জগবল্লভপুরে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে ক্ষোভে পথ অবরোধ

সুমন আদক,হাওড়া, ২৭ অক্টোবর ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে ফের পথে নামলেন মহিলারা। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার জগবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় মুন্সিরহাট-আমতা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, যাঁদের বাড়ি-গাড়ি ও আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন। অথচ প্রকৃত অভাবী ও যোগ্য প্রাপকদের অনেকেই সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁদের দাবি, প্রকল্পের সুবিধা দিতে হলে সমস্ত যোগ্য প্রাপককে দিতে হবে, নচে বন্ধ করতে হবে এই প্রকল্প। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বণ্টনে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার দাবিতে সরব হন মহিলারা। তাঁদের বক্তব্য, সরকারকে অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।

পাটুলি কাঠিয়া বাবা আশ্রমে বিমা সখী যোজনা নিয়ে আলোচনা সভা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ অক্টোবর ঃ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগের দিশা দেখাতে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পাটুলি কাঠিয়া বাবা আশ্রমে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিমা সখী যোজনা নিয়ে এক আলোচনা সভা। এই সভাকে কেন্দ্র করে এলাকার মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। সভায় বিমা সখী যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের কাজের সুযোগ, আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং জীবন বীমার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী ২ ব্লকের বিডিও পারিজাত বোস, বিজেপির সাংগঠনিক কাটোয়া জেলার সভাপতি মানিক রায়, কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি রাজীব ভৌমিক, কাটোয়া এলআইসি ব্রাঞ্চের দুই এজেন্সির আধিকারিক সমরেশ পান ও সমরেশ দত্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।আলোচনা সভায় বিমা সখী যোজনার মাধ্যমে মহিলারা কীভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারেন এবং এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারেন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মহিলাদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে উৎসাহিত করার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পায়। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিমা সখী হিসেবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত বেশ কয়েকজন মহিলার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে তাঁদের এই শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এর ফলে মহিলারা বিমা সখী হিসেবে কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে আরও উৎসাহিত হবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিমা সখী যোজনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের জীবন বীমা সংক্রান্ত পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি তাঁদের উপার্জনের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাটুলি কাঠিয়া বাবা আশ্রমে আয়োজিত এই আলোচনা সভা এলাকার মহিলাদের মধ্যে বিমা সখী যোজনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভা মহিলাদের কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরতা এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে নতুন সম্ভাবনার বার্তা দিল।

শহর ও শহরতলী

'পুরুষদেরও কষ্ট হয়, নীরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না', সন্তানদের কাছে না পেয়ে স্ত্রীকে নিশানা স্বরূপ বিশ্বাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই স্বরূপ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী জুঁই বিশ্বাসের দাম্পত্যে টানাপোড়েনের খবর সামনে এসেছিল। এবার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ। সন্তানদের সঙ্গে দেখা করা ও যোগাযোগ রাখা নিয়ে সমস্যার অভিযোগ তুলে ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানেই তাঁর আক্ষেপ, 'পুরুষদেরও কষ্ট হয়, পুরুষেরও চোখে জল আসে।' পাশাপাশি, সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রভাব কেন সন্তানদের উপর পড়বে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন এবার প্রকাশ্যে আনলেন স্বরূপ বিশ্বাস। স্ত্রী জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা চলার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করলেও এবার নীরবতা ভেঙে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন স্বরূপ। তাঁর দাবি, সন্তানদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দেখা করা এবং যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রেও তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য বা অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে যাচাই করা তথ্য সামনে আসেনি। স্বরূপ বিশ্বাসের ফেসবুক পোস্ট অনুযায়ী, বর্তমানে তাঁর ও জুঁই বিশ্বাসের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। তাঁর দাবি, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ বাস্তবে কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। স্বরূপের অভিযোগ, তাঁকে না জানিয়েই বড় মেয়েকে পড়াশোনার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সম্প্রতি ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও বাধার মুখে পড়েন বলে দাবি করেছেন তিনি। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করেই দাম্পত্যের ব্যক্তিগত টানাপোড়েন নতুন করে প্রকাশ্যে এসেছে। এর আগে জুঁই বিশ্বাসের তরফেও ফেসবুকে গুণ্ডামির অভিযোগ তোলা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এবার নিজের পোস্টে সেই পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে স্বরূপ নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত সম্পর্কের সব কথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাননি তিনি। কিন্তু সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বারবার সমস্যার মুখে পড়ায় নিজের বক্তব্য জানানো প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। ফেসবুক পোস্টে স্বরূপ লিখেছেন, আমার নীরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না। তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিটি অধ্যায় প্রকাশ্যে আনা উচিত নয়। কিন্তু নীরবতারও একটা সীমা রয়েছে। নিজের সন্তানদের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ ও সাক্ষাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বারবার বাধার মুখে পড়লে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এই পোস্টে স্বরূপ মূলত সন্তানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নিয়েই নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দাম্পত্যের বিরোধের মধ্যে সন্তানদের সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই বিষয়টিও সামনে এনেছেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচ্ছেদের মামলা এবং সন্তানদের ভবিষ্য নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। পোস্টের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশে স্বরূপ লিখেছেন, পুরুষেরও কষ্ট হয়। পুরুষেরও চোখে জল আসে। পুরুষও অন্যায়ের শিকার হতে পারেন। তাঁর অভিযোগ, অনেক সময় সমাজ পুরুষের মানসিক যন্ত্রণা কিংবা কষ্টকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চায় না। দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ, সমস্যা এবং দূরত্ব তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয় বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনা, বোঝাপড়া ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব। আবার কিছু পরিস্থিতিতে বিচ্ছেদও অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পরিণতি যা-ই হোক না কেন, তার মূল্য নাবালক সন্তানদের কেন দিতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন স্বরূপ। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, দাম্পত্যের সমস্যার পাশাপাশি সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টিই এখন তাঁর কাছে বড় উদ্বেগের কারণ। নিজের দীর্ঘ পোস্টে জুঁই বিশ্বাসের উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও তুলেছেন স্বরূপ। তাঁর দাবি অনুযায়ী, যদি ২০১৯ সালেই তাঁদের সম্পর্কের অবসান ঘটে থাকে, তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করতে এতদিন সময় লাগল কেন? এই প্রশ্নের মাধ্যমে দাম্পত্যের টানাপোড়েনের সময়কাল এবং বিচ্ছেদের মামলা দায়েরের সময় নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই স্বরূপ ও জুঁই বিশ্বাসের দাম্পত্যে চিড় ধরার খবর সামনে এসেছিল। তাঁদের বিচ্ছেদের মামলা নিয়েও বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়েছে। তবে এবারই প্রথম নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এতটা স্পষ্টভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন স্বরূপ। স্বরূপ বিশ্বাসের এই পোস্টে উঠে এসেছে দাম্পত্যের বিরোধ, বিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া এবং সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগের মতো সংবেদনশীল বিষয়। তাঁর অভিযোগগুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য সামনে আসা এবং আদালতের নির্দেশের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার, স্বরূপের এই প্রকাশ্য বক্তব্যের পর জুঁই বিশ্বাস কী প্রতিক্রিয়া জানান এবং সন্তানদের সঙ্গে দেখা করা নিয়ে চলা সমস্যার কোনও সমাধান হয় কি না। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁদের সন্তানদের স্বার্থ কীভাবে সুরক্ষিত থাকে, সেদিকেই নজর থাকবে।

হাওড়ার পুরভোটে পদ্ম-টিকিটের দৌড়!

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৭ অক্টোবর ঃ হাওড়া পুরসভার আগামী নির্বাচনে বিজেপির টিকিট পেতে আগ্রহীদের মধ্যে বাড়ছে প্রতিযোগিতা। দলীয় সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রায় ৫০০টি আবেদন জমা পড়েছে। বিশেষ করে উত্তর হাওড়ার অবাঙালি অধ্যুষিত ওয়ার্ডগুলিতে টিকিটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এক একটি ওয়ার্ড থেকে ১৫-২০ জন করে আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পুরনো ও সক্রিয় দলীয় কর্মীদেরই অগ্রাধিকার দিতে চাইছে হাওড়া জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। হাওড়া পুরসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। পুরভোটে দলের প্রার্থী কারা হবেন, তা নিয়ে জেলা নেতৃত্বের অন্দরে আলোচনা চলছে। আর সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০০টি আবেদন জমা পড়েছে। তবে আবেদনকারীর সংখ্যা ওয়ার্ডভেদে আলাদা। কোথাও টিকিটের দাবিদার অনেক বেশি, আবার কোথাও আবেদনকারীর সংখ্যা তুলনায় কম। দলীয় সূত্রের খবর, উত্তর হাওড়ার মতো অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। ওই এলাকার এক একটি ওয়ার্ড থেকে গড়ে ১৫-২০ জন করে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, হাওড়া শহরের বাঙালি অধ্যুষিত ওয়ার্ডগুলিতে প্রতি ওয়ার্ডে প্রায় ৫-৬টি আবেদন জমা পড়েছে। মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলিতে আবেদনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। সেখানে গড়ে ২-৩ জন করে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আগামী দিনে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে জেলা নেতৃত্ব। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবার বিশেষ সতর্ক হাওড়া জেলা বিজেপির পুরনো নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী পুরভোটে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের প্রার্থী করার বিষয়ে আপত্তি রয়েছে জেলা নেতৃত্বের একাংশের। বরং দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত, এলাকায় সক্রিয় এবং মানুষের সঙ্গে যাঁদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে, তাঁদেরই প্রার্থী করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, পুরসভা নির্বাচনে জয় পেতে হলে প্রতিটি ওয়ার্ডে শক্তিশালী সংগঠন থাকা জরুরি। শুধু রাজনৈতিক পরিচিতি নয়, স্থানীয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং ভোটে জেতার সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সেই কারণেই প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বুথ ও ওয়ার্ড স্তরের কর্মীদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সোমবার হাওড়ায় পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বিজেপির একটি সাংগঠনিক বৈঠক হয়। সেখানে হাওড়া পুরসভার আওতাধীন ১৩টি মণ্ডলের সভাপতিদের ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে সম্ভাব্য প্রার্থী নির্বাচন এবং ওয়ার্ডভিত্তিক সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

বিশেষ সেমিনার পূর্ব রেলের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬-এর অঙ্গ হিসেবে আজ পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে 'সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া ও গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক একটি সেমিনার সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। রেলের সমস্ত ক্রয় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং নৈতিক মানদণ্ড আরও সুদৃঢ় করার বিষয়টি এই অনুষ্ঠানের মূল আলোচ্য ছিল।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দদ্র প্রতাপ সিং (এস. পি. সিং), সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী দীপক নিগম এবং প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার শ্রী সন্দীপ শুক্লা। সেমিনারে বিশিষ্ট অতিথি বক্তারা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার ড. এস. কে. সাদাঙ্গি ক্রয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কার্টেল বা যোগসাজশমূলক গোষ্ঠী গঠন চিহ্নিত করা এবং তা প্রতিরোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জয়নগরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের মেধা পরীক্ষা ২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগরঃ পড়ুয়াদের মেধার বিকাশ, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাশক্তির প্রসারে মঙ্গলবার থেকে সারা রাজ্যের সাথে জয়নগরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষা

উন্নয়ন পর্ষদের মেধা (বৃত্তি) পরীক্ষা ২০২৬। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই পরীক্ষাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৯২ সালে ডঃ সুশীল মুখার্জির উদ্যোগে এই বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়। চারদিন ধরে চারটি বিষয়ে একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে চতুর্থ শ্রেনীর পড়ুয়াদের নিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয় মঙ্গলবার। শুক্রবার পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলবে। জয়নগর বিধানসভা এলাকার একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মঙ্গলবার জয়নগর ইনস্টিটিউশন, জয়নগর পিসি পাল স্কুল, বহড় হাইস্কুলে এই মেধা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণে পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের মেধা বিকাশ এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই এই পরীক্ষার আয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে শিশুদের মেধা ও উৎকর্ষ যাচাইয়ের পাশাপাশি তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। শুধু পাঠ্যবইয়ের পড়াশোনার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে পড়ুয়াদের সাধারণ জ্ঞান, যুক্তিবোধ, চিন্তাশক্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশুদের জ্ঞানচর্চার পরিধি বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের জন্য তাদের আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলাই এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা। এদিনের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে নিজেদের জ্ঞান ও মেধা যাচাই করার সুযোগ পেয়ে খুশি পরীক্ষার্থীরাও। উদ্যোক্তাদের আশা, এই ধরনের মেধা পরীক্ষা পড়ুয়াদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে। আগামী দিনেও ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশ ও জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লো জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং অভিযুক্তকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগে দুই মহিলা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।রবিবার জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুর গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এসআই শান্তনু ব্যাধ ও এসআই সত্যজি সাহার নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল বহড়ু হাসিমপুর গ্রামে যায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে। অভিযোগ,সেখানে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চেষ্টা করতেই স্থানীয় কয়েকজন পুলিশকে বাধা দেন।পাশাপাশি, অভিযুক্তকে পালাতে সাহায্য করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে।এই ঘটনার পর পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং অভিযুক্তকে পালাতে সহযোগিতা করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা রয়েছেন।ধৃতরা হলেন সইদুল গাজি, সানয়াজ লস্কর, রাহিদা গাজি ও নার্গিস সুলতানা খান।ধৃত চারজনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

পথ নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের বার্তা, জয়নগরে পুলিশের সচেতনতামূলক পদযাত্রা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ পথ নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর সাব ট্রাফিক বিভাগ। মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে জয়নগর শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। পথ নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং দুর্ঘটনা এড়াতে

সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর পথ নিরাপত্তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক মহলে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জয়নগর সাব ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে এদিনের এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পথ দুর্ঘটনা ঘটলে কী করণীয়, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, বাইক চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব-সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয় এই পদযাত্রায়।পাশাপাশি রাস্তায় চলাচলের সময় প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বার্তাও দেওয়া হয়। এদিনের পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাব ট্রাফিকের আধিকারিক এরাদুল শেখ, এএসআই রমজান পুরকাইত, জয়নগর থানার এএসআই সমীর বর্ধন-সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ার, গাড়িচালক,সমাজসেবী এবং সাধারণ মানুষও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। পুলিশের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য,পথ দুর্ঘটনা কমানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রশাসনের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিক সচেতন হলে পথ দুর্ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীতে সংগঠন মজবুত করার বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগরঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো শেষ হতেই বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে মাতল রাজনৈতিক মহল। মঙ্গলবার জয়নগরের শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার জয়নগর বিধানসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপংকর জানা, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবতোষ আচার্য, জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উৎপল নস্কর সহ জেলা সম্পাদক অলোক হালদার, অসীম সাফুই, বিকাশ সরদার-সহ জয়নগর সাংগঠনিক জেলার এক থেকে পাঁচ নম্বর মণ্ডলের সভাপতিরা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বহু কার্যকর্তা ও সমর্থক।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement in connection with Meeting on Celebration of "State Foundation Day" to be attended by VVIP at Shanti Van, Lok Bhawan, Kolkata on 01.11.2026" **[Job No. KIT/RW/233 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-128/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : **30.10.2026 up to 03.00 PM** 2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity in connection with Meeting on Celebration of "State Foundation Day" to be attended by VVIP at Shanti Van, Lok Bhawan, Kolkata on 01.11.2026" **[Job No. KIT/RW/234 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-129/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : **30.10.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং এসডিএসটিই-সিসিটিভি-হাজত-আরপিএইচ- পিকেআর তারিখ ০৯.১০.২৬ যেটির বন্ধের তারিখ ০২.১১.২৬ সেটি ২৬.১০.২৬ তারিখে বাতিল করা হল।

HWH-418/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৩ সংখ্যা, বুধবার , ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

বিপ্লবী নির্মলজীবন

অমর বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ ; ফাঁসির দড়িতে চুম্বন করা এক মহান বিপ্লবী। দেশের জন্য যিনি ফাঁসির দড়িকে ভালোবেসে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছিলেন, যিনি মৃত্যুর মুহূর্তেও উচ্চারণ করেছিলেন ; বন্দে মাতরম্! তিনি ছিলেন বাংলার এক অমর সন্তান, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া এক মহান বীর। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সাহস, আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নির্মলজীবন ঘোষ। নির্মলজীবন ঘোষ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমর বিপ্লবী। মৃত্যুকে তিনি দেখেছিলেন দেশের মুক্তির সোপান হিসেবে। তাঁর এক ভাই নবজীবন ঘোষও ছিলেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী, যিনি ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচারে জেলেই প্রাণ হারান। আরেক ভাইও ছিলেন মহান বিপ্লবী। বলা চলে, তাঁদের পরিবারই ছিল দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত এক পরিবার। যেমন মহারাষ্ট্রের তিন ভাই 'চাপেকর ভ্রাতা' স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তেমনই বাংলার এই ঘোষ পরিবারও ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন অনন্য সাহসের প্রতীক হিসেবে। হুগলির ধামসিন গ্রামে ১৯১৬ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন নির্মলজীবন ঘোষ। পিতা যামিনীজীবন ঘোষ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমিক। মেদিনীপুর কলেজে আই.এ. শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি যোগ দেন গোপন বিপ্লবী সংগঠন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের শোষণনীতি রুখে দাঁড়ানো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। সেই সময় মেদিনীপুর জেলার ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেব ছিলেন বিপ্লবীদের জন্য এক ভয়ঙ্কর বাধা। তাঁর অত্যাচার, অপমান, ও বিদ্রূপে তিলে তিলে জ্বলছিল তরুণ বিপ্লবীদের হৃদয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়; এই দানবীয় প্রশাসকের অবসান ঘটাতেই হবে। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর কলেজ মাঠে ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবীরা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেন বার্জ সাহেবকে। বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত খেলার ছলে মাঠে প্রবেশ করেন এবং কাছ থেকে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই বার্জ মারা যান, আহত হন জোন্স নামে এক ইংরেজ। দুই বীর বিপ্লবী তৎক্ষণাৎ পুলিশের গুলিতে মারা যান, অন্যরা সাফল্যের সঙ্গে পালিয়ে যান। এরপর শুরু হয় ব্যাপক অভিযান। একে একে ধরা পড়েন নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন এবং সনাতন রায়। দীর্ঘ বিচার শেষে তিনজন বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় ; নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ রায়। ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর ফাঁসিতে ঝোলানো হয় ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ রায়কে। আর ২৬ অক্টোবর, ভোরের আলো ফোটার আগেই নির্মলজীবন ঘোষ মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। তাঁর ঠোঁটে তখনও জ্বলছিল স্বাধীনতার মন্ত্র ; বন্দে মাতরম্! এই মহাবীরের আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অমর অধ্যায়।

ভারতীয় শিল্পী করিম খাঁ

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ (জন্মঃ- ১১ নভেম্বর, ১৮৭২ - মৃত্যুঃ- ২৭ অক্টোবর, ১৯৩৭)। ভারতবর্ষের কিরানা ঘরানার প্রবাদ প্রতিম গায়ক উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশ এর কিরানা গ্রামে। নান্নে খাঁ এর কাছে তার তালিম হয়। তাঁর সুর লাগাবার ক্ষমতা সে যুগে ছিল সর্বজন বিদিত। কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর কথায়- ১৯৩৬ অল বেঙ্গল কনফারেন্স উস্তাদ আব্দুল করিম পরজ বসন্ত রাগে তারার সা তে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল উনি হা করে আছেন, মুখ দিয়ে কোনো অওয়াজ বেরোচ্ছে না, পরে বুঝেছিলাম জোড়া-মীরজ এর সযত্নে মেলানো তানপুরা, তার নিজস্ব শ্রুতি হারমোনিয়াম আর ওঁর গলা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। উস্তাদ বদল খাঁ বলতেন, 'ওহ জো স্বর, যো পঞ্চম য়া ধৈবত লাগাতা হ্যায়, ওহি সাচ্চা ধৈবত য়া পঞ্চম হ্যায়, যন্তর সে নহী মিলে, তো যন্তর কি গলতি, গলেকি নেহী।' ছেষট্টি বছর বয়স উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁর, তখন মাদ্রাজের গায়ন সমাজের ডাকে উনি সেখানে যাবেন মনস্থ করে ট্রেনে চাপলেন। পথে শরীর খারাপ হল। উনি বুঝলেন, ডাক এসে গেছে। পথে ছোট স্টেশন সিন্গাপেরুমল কোইল। নেমে পড়ে বললেন, 'দরি (তোশক বিছানা বিশেষ) বিছাও, তানপুরা বাঁধো, মেরা ওয়াক্ত আ গয়া।' এই বলে মক্কার দিকে মুখ করে বসে সুর লাগলেন। বিশেষ আনন্দের কারণ হলে খাঁ সাহেব দরবারী কানাড়া ধরতেন। ওঁর শেষ গান ও দরবারী- সেই নিঝুম রাতে জনমানবহীন এক অখ্যাত স্টেশন এর কাঁকর বিছানো প্লাটফর্ম এর ওপর (২৭ অক্টোবর, ১৯৩৭)। যখন বরোদায় খবর পৌছল, গোলাম রসুল ছুটতে ছুটতে উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ এর বাড়িতে এসে খবর দিলেন, সুনা আপনে ভাইসাব, গজব হো গয়া, আব্দুল করিম মর গয়া। অভী আই হ্যায় খবর। ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ডান উরু তে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, হায় আল্লাহ! আজসে সুর মর গিয়া হিন্দুস্থান মে! ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ভারতের মুসলিম সমাজের অবদান কম ছিল না। তাঁরা যেভাবে ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে জগৎ বিখ্যাত করে গিয়েছে তার আর বলতে হবে না। বহু ভারতীয় মুসলিমরা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না। তারা কেবল মাত্র মানব ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। ফলে ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ লেগে থাকতো। তারা পরিস্কার করে বলতো মানুষেরজীবন উন্নতির জন্যই ধর্মের সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

বিবেকানন্দ দর্শন

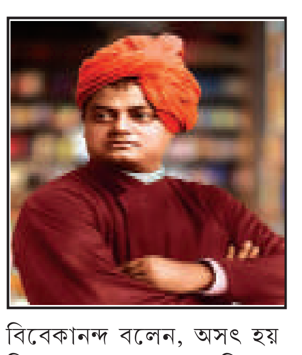

বিবেকানন্দ বলেন, অসৎ হয় শিক্ষার অভাবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। জাগতিক শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রদের সুশিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা যুব সমাজকে দিতে হবে। তাহলে সৎ যুব সমাজ তৈরি করতে হবে। অসৎ যুব সমাজ থাকবে না। মেয়েদের দুঃখকে মোচন করতে হবে। তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাদেরকে যুক্তিবাদী ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেই যুক্তিবাদী ধর্মকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন , নারীদের শিক্ষাকে প্রসারিত করে শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি করা দরকার। নারীর সম্মান আগে। তরুণদের শরীরকে শক্ত করতে হবে। শক্ত করতে না পারলে বিদেশিদের সঙ্গে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষার প্রসার ঘটলে যুবকেরা বিপাকে যাবে না। তিনি বলতেন, শিক্ষা প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে তত মেধা যুবক তৈরি করে। সৎ যুব সম্প্রদায় প্রস্তুত হবে। অসৎ বলে আর কিছু থাকবে না।

আমাদের খাদ্যের সুরক্ষা সত্যিই কী এখনও রয়েছে?

চিত্তজিৎ দত্ত

খাবারের থালায় বিষের আশঙ্কা, খাদ্যসুরক্ষায় জবাবদিহি কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের নামী-অনামী হোটেল, রেস্তরাঁ ও খাবারের দোকানে খাদ্যের গুণমান এবং পরিচ্ছন্নতার মান নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ শুধু জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন নয়, প্রশাসনিক নজরদারি ও নাগরিক সুরক্ষারও বড় পরীক্ষা।

বাঙালির জীবনে খাবার নিছক ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ নয়, বরং সংস্কৃতি, আবেগ ও সামাজিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাড়ির রান্না থেকে রাস্তার ধারের তেলেভাজা, পাড়ার ছোট্ট মিষ্টির দোকান থেকে শহরের অভিজাত রেস্তরাঁ;খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাপন। উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠান, বন্ধুবান্ধবের আড্ডা কিংবা কর্মব্যস্ত দিনের দুপুরের খাবার, সব ক্ষেত্রেই হোটেল ও খাবারের দোকানের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। কিন্তু এই পরিচিত খাদ্যসংস্কৃতির আড়ালে যদি খাদ্যের গুণমান, রান্নার পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়, তবে তা আর কেবল স্বাদ কিংবা পরিষেবার সমস্যা থাকে না। তা সরাসরি মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নামী-অনামী হোটেল, রেস্তরাঁ ও খাবারের দোকানে খাদ্যের মান এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে, তাকে তাই কোনওভাবেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, খাবারের বাহ্যিক আকর্ষণ দেখে তার নিরাপত্তা বিচার করা যায় না। সুন্দর সাজানো রেস্তরাঁ, ঝকঝকে টেবিল, দামি আসবাব কিংবা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন কোনওটিই নিশ্চিত করে না যে রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন, কাঁচামাল নিরাপদ অথবা খাবার তৈরির প্রতিটি ধাপে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে। একইভাবে, রাস্তার ধারের ছোট দোকান বা সাধারণ হোটেল মানেই যে সেখানে অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করা হয়, এমন ধারণাও সঠিক নয়। প্রকৃত সমস্যা প্রতিষ্ঠানের আকার কিংবা নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যা হল, খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদণ্ড কতটা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং তার যথাযথ পরীক্ষা আদৌ হচ্ছে কি না।

খাদ্যসুরক্ষার প্রশ্নে মানুষের উদ্বেগের পিছনে রয়েছে বাস্তব স্বাস্থ্যঝুঁকি। দূষিত জল, পচা বা বাসি উপকরণ, অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘর, অপর্যাপ্ত তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ, কাঁচা ও রান্না করা খাবার একসঙ্গে রাখা কিংবা রান্নার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব থেকে নানা ধরনের খাদ্যবাহিত অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়া, বমি, পেটের সংক্রমণ এবং খাদ্যে বিষক্রিয়ার মতো সমস্যা কখনও সাময়িক অসুস্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনও তা গুরুতর শারীরিক জটিলতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। শিশু, প্রবীণ, গর্ভবতী মহিলা এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও

বেশি। ফলে খাদ্যের মান নিয়ে অবহেলা আসলে মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করারই নামান্তর।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে;যে খাবারের জন্য একজন ক্রেতা অর্থ ব্যয় করছেন, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে ন্যূনতম নিশ্চয়তা পাওয়ার অধিকার কি তাঁর নেই? বাজারে কোনও পণ্য কেনার সময় ক্রেতা সাধারণত তার গুণমান, মূল্য এবং ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পান। কিন্তু রেস্তরাঁয় পরিবেশিত খাবারের ক্ষেত্রে এই যাচাইয়ের সুযোগ অনেকটাই সীমিত। রান্নায় কী ধরনের তেল ব্যবহার হয়েছে, উপকরণ কতটা তাজা, খাবার কতক্ষণ ধরে বাইরে রাখা হয়েছে, রান্নাঘরের জল নিরাপদ কি না কিংবা খাদ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে কি না;সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে এসব জানা সম্ভব নয়। তাঁকে নির্ভর করতে হয় বিক্রেতার সততা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। সেই বিশ্বাস ভেঙে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুধু একজন গ্রাহক নন, সামগ্রিক খাদ্যব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থাও।

পশ্চিমবঙ্গের মতো জনবহুল রাজ্যে এই সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা ও তার আশপাশের শহরাঞ্চল থেকে জেলা সদর, পর্যটনকেন্দ্র, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড এবং বাজার এলাকা; সর্বত্রই অসংখ্য হোটেল, রেস্তরাঁ ও খাবারের দোকান মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটায়। কর্মসূত্রে বহু মানুষকে প্রতিদিন বাইরে খেতে হয়। পড়ুয়া, অফিসকর্মী, শ্রমিক, পরিবহণকর্মী এবং দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীদের কাছে বাইরের খাবার অনেক সময় বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। ফলে খাদ্যের মানের অবনতি কিংবা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের সম্ভাবনা সমাজের বিস্তৃত অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে তুলনামূলক সস্তা খাবারের উপর নির্ভর করা ছাড়া অনেক সময় অন্য কোনও উপায় থাকে না। তাঁদের স্বাস্থ্যসুরক্ষাকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করার কোনও সুযোগ নেই।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক নজরদারির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যসুরক্ষার জন্য আইন ও নিয়ম থাকা এক বিষয়, আর সেই নিয়ম বাস্তবে কার্যকর হওয়া সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। কোনও হোটেল বা দোকানের লাইসেন্স রয়েছে বলেই সেখানে প্রতিদিন নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। নিয়মিত পরিদর্শন, খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ, সংরক্ষণব্যবস্থা যাচাই এবং অভিযোগের দ্রুত নিস্পত্তি; এসবের কার্যকারিতার উপরই নির্ভর করে খাদ্যসুরক্ষার বাস্তব চিত্র। যদি পরিদর্শন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকে, অথবা কোনও অনিয়ম ধরা পড়লেও তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে আইন থাকার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রশাসনের কাছে তাই প্রথম দাবি হওয়া উচিত, খাদ্যসুরক্ষা সংক্রান্ত নজরদারিকে নিয়মিত, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করে তোলা। উৎসবের মরসুমে কিংবা কোনও অভিযোগ সামনে এলেই সাময়িক তৎপরতা দেখিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যায় না। সারা বছর ধরে হোটেল, রেস্তরাঁ, মিষ্টির দোকান, বেকারি, রাস্তার ধারের খাবারের স্টল এবং অন্যান্য খাদ্য বিক্রয়কেন্দ্রের উপর নজর রাখতে হবে। ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী পরিদর্শনের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেখানে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা দুর্বল, পানীয় জলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অথবা আগেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, সেখানে বিশেষ নজরদারি জরুরি। একই সঙ্গে ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ ও সহায়তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

তবে খাদ্যসুরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের উপর চাপিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। ব্যবসায়ীদেরও বুঝতে হবে, খাবার বিক্রি করা কেবল লাভের ব্যবসা নয়; এটি মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুদায়িত্ব। কোনও দোকান বা রেস্তরাঁর জনপ্রিয়তা, বিক্রির পরিমাণ কিংবা মালিকের সামাজিক পরিচিতি তাকে নিয়মের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না। বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও যদি রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা বজায় না থাকে, তবে তা গুরুতর ব্যর্থতা। আবার ছোট দোকানের পক্ষে দামি যন্ত্রপাতি বা বিশাল রান্নাঘর তৈরি করা সম্ভব না হলেও, নিরাপদ জল ব্যবহার, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, পরিষ্কার বাসন, সঠিকভাবে খাবার ঢেকে রাখা এবং পচনশীল উপকরণ যথাযথ তাপমাত্রায় সংরক্ষণের মতো মৌলিক নিয়মগুলি মানা সম্ভব। ইচ্ছা ও দায়িত্ববোধ থাকলে অনেক ঝুঁকিই কমানো যায়।

খাদ্যের গুণমানের সঙ্গে অর্থনৈতিক চাপের সম্পর্কও অস্বীকার করা যায় না। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, ভাড়া, বিদ্যুৎ, কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য পরিচালন ব্যয়ের কারণে অনেক ব্যবসায়ী লাভের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চাপে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা, পুরনো তেল বারবার গরম করা, বাসি খাবার নতুন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করা কিংবা সংরক্ষণব্যবস্থায় খরচ কমানোর প্রবণতা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যবসার খরচ কমানোর অধিকার রয়েছে, কিন্তু সেই অধিকার মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির বিনিময়ে প্রয়োগ করা যায় না। খাদ্যসুরক্ষার ন্যূনতম মানদণ্ড কোনও ঐচ্ছিক ব্যয় নয়; এটি ব্যবসা পরিচালনার অপরিহার্য শর্ত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, পরিচ্ছন্নতার দৃশ্যমান চেহারা এবং প্রকৃত স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে পার্থক্য। দোকানের সামনের অংশ পরিষ্কার রাখা, কর্মীদের ইউনিফর্ম পরানো কিংবা খাবার আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করা গ্রাহকের কাছে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে। কিন্তু খাবার তৈরির মূল জায়গা, জল সরবরাহ, বর্জ্য নিষ্কাশন, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ এবং কাঁচামাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা সঠিক না হলে সেই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অর্থহীন। খাদ্যসুরক্ষার পরিদর্শন তাই কেবল গ্রাহকের চোখে পড়ে এমন অংশে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। রান্নাঘরের বাস্তব পরিস্থিতি, খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন জরুরি।

এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও তথ্যের স্বচ্ছতা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। যে সব প্রতিষ্ঠানের খাদ্যসুরক্ষা সংক্রান্ত লাইসেন্স ও পরিদর্শনের তথ্য প্রকাশ করা আইনসম্মত এবং প্রশাসনিকভাবে সম্ভব, সেগুলিকে সহজে খুঁজে পাওয়ার ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। নির্ভরযোগ্য পরীক্ষায় গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়লে তার বিবরণ, গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা এবং পুনরায় পরিদর্শনের ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো উচিত। এতে একদিকে যেমন গ্রাহকের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ বাড়বে, অন্যদিকে নিয়ম মেনে চলা প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তবে এই স্বচ্ছতা যেন যাচাই না করা অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ব্যবসার সুনাম নষ্ট করার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে, সে দিকেও সতর্ক থাকতে হবে। অভিযোগ, প্রমাণ, তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত;প্রতিটি পর্যায়েই ন্যায্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

খাদ্যসুরক্ষার আলোচনায় রাস্তার ধারের খাবারের দোকানগুলিকে প্রায়ই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। কিন্তু এই দোকানগুলির সঙ্গে শহর ও মফস্‌সলের অর্থনীতি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং বহু পরিবারের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে শুরু করা এই ব্যবসাগুলি অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। তাই খাদ্যসুরক্ষার নামে নির্বিচারে উচ্ছেদ কিংবা শাস্তিমূলক পদক্ষেপের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং নিরাপদ জল, বর্জ্য ফেলার উপযুক্ত জায়গা, পরিচ্ছন্ন রান্নার ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো সহায়তা জরুরি। নিয়ম ভাঙলে ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু নিয়ম মানার সুযোগ তৈরি করাও প্রশাসনের দায়িত্ব। শাস্তি ও সহায়তার মধ্যে এই ভারসাম্যই দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারে। একইভাবে, বড় হোটেল ও অভিজাত রেস্তরাঁগুলির ক্ষেত্রেও কঠোর মানদণ্ড প্রয়োগ করা দরকার। বেশি দাম দিয়ে খাবার কিনলে গ্রাহক যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরাপদ খাবার পাচ্ছেন, এমন ধারণা বিপজ্জনক। নামী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তার প্রভাব সংবাদমাধ্যমে বেশি আলোচিত হতে পারে, কিন্তু ছোট দোকানে একই ধরনের অনিয়ম ঘটলে তা অনেক সময় নজরের বাইরে থেকে যায়। খাদ্যসুরক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য থাকা উচিত নয়। প্রতিষ্ঠানের নাম, আকার, জনপ্রিয়তা বা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নয়, প্রকৃত অনিয়মের মাত্রাই ব্যবস্থা নেওয়ার ভিত্তি হওয়া দরকার। আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না হলে মানুষের আস্থা দুর্বল হবে এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রভাবকে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

এখানে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যে ভেজাল, অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘর বা স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সামনে এলে তা অনুসন্ধান করে জনস্বার্থে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু যাচাই না করা ছবি, অসমর্থিত দাবি কিংবা আতঙ্ক ছড়ানো শিরোনামের মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়। অভিযোগের সত্যতা যাচাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সংগ্রহ এবং তদন্তের ফলাফল অনুসরণ করা সংবাদমাধ্যমের পেশাগত দায়িত্ব। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে, কোন লক্ষণগুলি খাদ্যের নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করতে পারে এবং অসুস্থতার ক্ষেত্রে কীভাবে চিকিৎসা ও অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। সচেতনতা তখনই কার্যকর হয়, যখন তা আতঙ্কের বদলে সঠিক তথ্যের উপর দাঁড়ায়। সাধারণ গ্রাহকদেরও কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। খাবার পরিবেশনের স্থান কতটা পরিচ্ছন্ন, কর্মীরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মানছেন কি না, খাবার খোলা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে রয়েছে কি না কিংবা পানীয় জলের ব্যবস্থা কেমন;এসব বিষয়ে নজর রাখা যেতে পারে। অস্বাভাবিক গন্ধ, স্বাদ বা চেহারা দেখে সন্দেহ হলে সেই খাবার না খাওয়াই ভালো। তবে মনে রাখতে হবে, সব দূষিত খাবারেই দৃশ্যমান পরিবর্তন থাকে না। ফলে শুধু চোখে দেখে খাবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। গুরুতর অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট খাদ্যসুরক্ষা কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো জরুরি। ব্যক্তিগত সতর্কতা সহায়ক হলেও তা কখনও প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারির বিকল্প হতে পারে না। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস এবং পর্যটনকেন্দ্রের আশপাশে খাবার বিক্রির ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

মধ্য ও উত্তর কলকাতার বনেদিয়ানা

অনিকেত নস্কর

উত্তর কোলকাতার স্বল্পপরিচিত বনেদী বাড়ির পুজো। আমাদের গতবছর সেন্ট্রাল কোলকাতা থেকে শুরু করে ঠনঠনিয়া, জানবাজার, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো হয়ে পাথুরিয়াঘাটা অব্দি বনেদী বাড়ির পুজো দেখা হয়ে গিয়েছিল, আর সেই নিয়ে রুট ম্যাপ সহ গতবছর ও এবছর পুজোর আগেও আমি পোস্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওইসব সুপরিচিত পুজো গুলোর বাইরেও শুধুমাত্র উত্তর কলকাতাতেই আমার লিস্ট অনুযায়ী বাকি ছিল অনেকগুলো বনেদী বাড়ি। তাই এবারের অষ্টমীতে লক্ষ্য ছিলো যতটা সম্ভব কভার করার।

আমার এই নিজস্ব পরিকল্পিত কলকাতা ওয়াকের পথনির্দেশিকা সহ পোস্ট করে দিচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে আপনারা রেফার করতে পারবেন।

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন থেকে এবং এস ইউসুয়াল, ওভারহাইপড শোভাবাজার রাজবাড়ী এরিয়ে গিয়ে সোজা রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউয় দিয়ে গিরিশ পার্কের দিকে হাঁটা লাগালাম।

১) বানীপ্রেসদের পুজোঞ্জ- এই পথে সবার আগে পড়বে বানীপ্রেসদের বাড়ির ৭৫ বছরের পুরনো পুজোর। ঠাকুরের মুখটা বেশ মিষ্টি।

২) দর্জিপাড়া মিত্র বাড়িঃ- এই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে একটা পার্কের পুজো ক্রশ করেই পড়বে নীলমনি মিত্র লেন। বাম দিকের এই লেন ধরে ঢুকে কিছুটা এগোতেই ডানদিকে পড়বে দর্জিপাড়া মিত্র বাড়ি। এই বাড়িটি নীলমণি মিত্র বাড়ির পুজো হিসাবেও পরিচিত। দুটি পুজোই সেম। আলাদা ভেবে কনফিউজড হবেন না। খুব একটা ভীড় হয় না বলে অনেক যত্ন সহকারে ফটোগ্রাফি করুন, বাড়ির অঙ্গনের আলপনাটা দারুন।

৩) ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাড়ি ঃ সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে হাঁটলে এর পরের রাস্তা বিডন স্ট্রীটেই ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাড়ির পুজো। কিন্তু দূর্ভাগ্য আমাদের এই বাড়িতে ঢোকা হল না। অতিরিক্ত ভীড় না নিজস্ব লোকেদের অষ্টমী খাওয়া দাওয়া, এক অজানা কারনে অষ্টমীর দুপুরে এদের দরজা বন্ধ সর্ব সাধারণের জন্য। বলল, চারটের আগে খুলবে না। অগত্যা এগিয়ে গেলাম।

৪) ভোলানাথ ধাম দত্তবাড়ি ঃ

এবার একটু হাঁটতে হল আমাদের। প্রায় ৯০০ মিটার এই বিডন স্ট্রীট ধরেই সোজা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের দিকে। বিধান সরনী ক্রশ করে কিছুটা এগোতেই বাম দিকে পড়লো এই বাড়ি, ৩৩/২ বিডন স্ট্রীট। এখানে হরগৌরী রূপের পুজো হয়। ঠাকুর দালানটা আধুনিক আর সামনের অঙ্গনে আলপনার কাজ। যারা ফটো তুলতে ভালোবাসেন বনেদী বাড়িতে গিয়ে, তাদের বেশ লাগবে।

৫) মানিকতলা ঘোষ বাড়ি ঃ এবার ডানদিকের একটা সরু গলি দিয়ে মানিকতলার দিকে হাঁটা লাগালাম। আসলে এই গলিটার আলাদা একটা আকর্ষন আছে। এখানে একটা বনেদী বাড়ি রেনোভেট করে শ্যুটিং পারপাসে ইউস হয়, আর তার এদের সামনের রকটা সুন্দর লাল রঙের আর তার উপর সাদা আলপনা। পুরো অষ্টমীতে আমাদের সবচেয়ে ভালো ফটো এখানেই এসেছে। যাইহোক, মেইন রোড ক্রশ করে ওপারে ঘোষ লেনে ঢুকে ডানদিকে বাঁকলেই মানিক তলা ঘোষ বাড়ির পুজো। এই পুজোটি ৫০২ বছরের পুরনো আর কলকাতার বুকে স্থানান্তরিত হয়েছে ১৮৫৬ সালে।

৬) মানিকতলা সাহা বাড়ি ঃ ঘোষ বাড়ি দেখে উলটো দিকে মেইন রাস্তা ক্রশ করলেই সাদা রঙের সুবিশাল বাড়িটিই মানিক তলা সাহা বাড়ি। ওয়েল মেইনটেইড এন্ড ভেরী ওয়েল ডেকরেটেড পুজো। ঠাকুর দালানের সামনের শ্বেত পাথরের সাদা সিংহদ্বয় আলাদা আকর্ষনের। এছাড়াও আরও অনেক আর্কিটেকচার আছে।

৭) সমূলধন দত্তবাড়ি ঃ এবার আবার কিলোমিটার খানেকের হাঁটা। তাই আমরা বাসে করে চলে এলাম গিরিশপার্ক মেট্রো। এর কাছেই বলরাম দে স্ট্রীট ধরে একটু এগোলেই সমূলধন দত্তবাড়ি বা বলরাম দে স্ট্রীট দত্তবাড়ি। দেখে মনে হল বাড়িটির মালিকদের বর্তমান অবস্থা ডাউনের দিকেই। তবে এই পুজোতে আমার সবচেয়ে প্রিয় ক্লিক এই বাড়িতেই। উপরে বসে একা বৃদ্ধ চিৎকার করছেন, ঠাকুর দালানে উঠবেন না। কিন্তু কেউই নেই পাশে দাঁড়ানোর। মা যেন অনেক নিঃসঙ্গ।

৮) জোড়াসাঁকোদের দুটি দাঁ বাড়ি ঃ এই দুটি বাড়িই সুপরিচিত। এই বলরাম দে স্ট্রীট ধরে এগিয়ে মেইন রাস্তা ক্রশ করলেই প্রথমে দুই বন্দুকওয়ালা দাঁ বাড়ি। আগেরবছর ঢুকেছিলাম। এবছর অজানা কারনে তখন সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ। দ্বিতীয়টি হল শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ি, আগেরবার ঢুকতে পারিনি, এবছর পাড়লাম।

৯) বৈষ্ণবদাস মল্লিকবাড়ি ঃ এবার একটু টি ব্রেক নিয়ে বিবেকানন্দ স্ট্রিট হয়ে চললাম মালাপাড়ার দিকে। তারপর পুঁটে কালি ক্রশ করে, ডানদিকে বেঁকলেই দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটের এই বৈষ্ণবদাস মল্লিকবাড়ি বা মশলাপাড়া মল্লিকবাড়ি। অষ্টমীতে দেখা বেস্ট পুজো এটাই। হরগৌরী রূপের পুজো হয়। ঠাকুরের চালাটা আলাদা আকর্ষণীয়। বাড়িরই একটি ছেলে সম্পূর্ণ চালাটি এঁকেছেন। এদের চালায় রাম দরবার থেকে দেবী দুর্গার বিবরণ, সবই পাবেন। এদের ঠাকুর দালানে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা বসে পুজো দেখুন। কেউ তাড়া মারবে না। প্রায় আধাঘন্টা এই বাড়িতেই কাটালাম।

১০) বিশ্বাস বাড়ি ঃ এবার এখান থেকে বেড়িয়ে সোজা নিমতলা ঘাটের দিকে হাঁটা লাগালাম। মাঝে এই ছোট্ট কিন্তু কিন্তু সুন্দর পুজোটি পড়লো। ১১) হাটখোলা দত্তবাড়িঞ্জ- স্বামী বিকেকানন্দের লেগাস্যীর সাথে জড়িত এই বাড়িটিতে (মামা বাড়ি) ঢুকে মনখারাপ হয়ে গেল। এখন তো পুজো শেষ।

ছবি বিশ্বাস

শঙ্করলাল কর্মকার

কটা কথা ওদের ছোঁয়ার আগে আমাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। পুলিশ আধিকারিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কিন্তু কেন! বাংলা চলচ্চিত্রের দাপুটে অভিনেতা একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর গেটের সামনে। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাস, রিকশা। পথচলতি মানুষ হঠাৎ করে সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতাকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলছেন - আরে ...! যেন সচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না! তাঁর সেদিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই। তিনি একটা চেয়ার নিয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর গেটের সামনে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় ইন্দ্রপুরীর সামনে এল একটি পুলিশ ভ্যান। গাড়ি থেকে নেমে এলেন ওসি সাহেব। ছবি বিশ্বাসকে দেখে ওসি সাহেবের অমায়িক হাসি। আপনি এখানে স্যার? ছবি বিশ্বাস বললেন আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে। জানি আমার এই ছেলেগুলোকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। তবে একটা কথা ওদের ছোঁয়ার আগে আমাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। পুলিশ আধিকারিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন। পুলিশ অবশ্য কাউকে গ্রেফতার না করে ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত জয় হয় সাধারণ কর্মীদের। তাদের বেশিরভাগ দাবি মেনে স্টুডিওর গেট খুলে দেন কর্তৃপক্ষ। সত্যি বলতে স্টুডিওর কর্মীরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে নিজেদের অভিভাবক মনে করতেন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর মালিকপক্ষের সাথে কর্মীদের মধ্যে একটা বিবাদ শুরু হয়েছিল। ওই স্টুডিওতে তখন 'স্মৃতিটুকু থাক' ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। সেদিন মালিক পক্ষ হঠাৎ করে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ কর্মীদের আর চাকরি থাকলনা। সবাই বেকার। পুলিশের কাছে খবর গিয়েছে কর্মীদের আন্দোলন একটু বিশৃঙ্খল। অতএব পুলিশ প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। প্রয়োজনে যারা আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করছেন তাদের গ্রেফতার করা হোক। তখন ফিল্মের কলাকুশলীদের খুব বড় সংগঠন সিনে টেকনিশিয়ান্স অফ বেঙ্গল। শক্তিশালী সংগঠন শুধু নয় এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন একবার উদ্বোধন করেছেন প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।মালিক পক্ষ ও টেকনিশিয়ান্সদের বিবাদের গোটা বিষয়টি ছবি বিশ্বাসকে জানানো হল। পুলিশ আসতে পারে সেই খবরও তিনি জেনে গিয়েছেন। সব শুনে কিছুটা গুম মেরে রইলেন। চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারকে বললেন, আজ আর আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। তোরা সবাই চলে আয়। টেকনিশায়ানদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। এরপর ছবি বিশ্বাস নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বড় রাস্তার পাশে, ইন্দ্রপুরীর বন্ধ গেটের সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে গেলেন। তাঁর দুপাশে মাটিতে বসে রাজ্যের টেকনিশিয়ান। একসময় পুলিশ আসে, এগিয়ে এলেন ছবি বিশ্বাস, বললেন টেকনিশিয়ানদের অ্যারেস্ট করার আগে তাঁকে গ্রেফতার করতে হবে পুলিশকে।

দাঁতনে ধানের তুষ বোঝাই ট্রাকে মিলল ৩৫টিরও বেশি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২৭ অক্টোবর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানা এলাকায় পুলিশের তৎপরতায় রুখে দেওয়া হলো এক অভিনব গরু পাচারের চেষ্টা। মঙ্গলবার ভোরে বাংলা- ওড়িশা সীমান্তবর্তী মাটিবেরুয়া নাকা তল্লাশি চৌকিতে অভিযান চালিয়ে ধানের তুষ বোঝাই একটি ১৬ চাকার ট্রাক থেকে ৩৫টিরও বেশি গরু উদ্ধার করেছে দাঁতন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকটিতে ওপর থেকে সাধারণ ধানের তুষ বোঝাই করা দেখাচ্ছিল। তবে চালকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ তল্লাশি শুরু করতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। দেখা যায়, ট্রাকের ভেতরের অংশে বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে গোপন কাঠের তক্তা দিয়ে আলাদা কুঠুরি তৈরি করা হয়েছিল। সেই গোপন কুঠুরির ভেতরে অত্যন্ত অমানবিক ও গাদাগাদি অবস্থায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ৩৫টিরও বেশি গরু। অভিযানের পর পুলিশ দ্রুত ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং উদ্ধার হওয়া গবাদি পশুগুলোকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ওড়িশার 'মা ভবতী গোশালা'য় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই চক্রে আর কারা জড়িত, কোথা থেকে এই গরুগুলো আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল-তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কোনো আন্ত ঃরাজ্য বড় পাচার চক্র এর পেছনে কাজ করছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

'মিথ্যা মামলা-হয়রানি বন্ধ হোক', বিজয়া সম্মেলনী থেকে সরব স্বপন দেবনাথ

রাজ কুমার ঘোষ, পূর্বস্থলী, ২৭ অক্টোবর ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলনী। শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করান তিনি। অনুষ্ঠানে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতির জন্য তাঁদের

কৃতজ্ঞতাও জানান স্বপন দেবনাথ। তবে বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চ থেকেই একাধিক ইস্যুতে সরব হন প্রাক্তন মন্ত্রী। সমুদ্রগড়ের আতশবাজি প্রদর্শন বন্ধের প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, বাজি বন্ধ করার পিছনে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। তাঁর দাবি, অনুরোধ করা সত্ত্বেও নাদনঘাট থানার আইসি হাইকোর্টের নির্দেশের কথা জানিয়ে বাজি প্রদর্শন বন্ধ রেখেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিমণ্ডল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন স্বপন দেবনাথ। তাঁর বক্তব্য, একটি সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র কীভাবে দখল করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তর মানুষ জানতে চাইছে। নতুন সরকার প্রসঙ্গে তাঁর বার্তা, সরকার মানুষের জন্য কাজ করুক, তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিনা কারণে মানুষকে হয়রানি করা এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। তা না হলে আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। এদিন নিজের রাজনৈতিক অবস্থানও স্পষ্ট করেন স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম, আছি। আগামী দিনে তিনি যে নির্দেশ দেবেন, সেই নির্দেশ মেনেই চলব।

জয়পুরে উড়ালপুলে উঠল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের গাড়ি, প্রাণে বাঁচলেন চালক ও খালাসী

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৭ অক্টোবর ঃ বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের একটি গাড়ি। মঙ্গলবার সকালে পুরুলিয়ার জয়পুর থানার অন্তর্গত সুন্দরী চাসমোড় ফ্লাইওভারের ওপর এই ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে একটি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারব্রিজ বা ফ্লাইওভারের ওপর উঠে পড়ে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক বুঝে এবং বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হতেই তৎক্ষণাত গাড়ি থেকে লাফ দেন চালক ও খালাসী। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং গাড়িটিকে উদ্ধার করার কাজ শুরু করে। প্রাথমিক অনুমান, যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চালক ও খালাসী বর্তমানে সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গেছে।

কোচবিহারে লোকালয়ে ঢুকলো বাইসন, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর ঃ লোকালয়ে বাইসন ঢুকে পড়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে কোচবিহার ২ ব্লকের বড়রাংরস এলাকার শিবপুর আটিয়ালগুড়ি গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে ওই গ্রামের ঝোপের মধ্যে একটি বাইসনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। আচমকা এমন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে হঠাৎ করেই ওই গ্রামের একটি ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাইসনটিকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সকালে হঠাৎই জনবসতির মধ্যে বন্যপ্রাণীটিকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, বাইসনটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরকদমে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটির প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি এএএআই এর পূর্ব ভারতীয় শাখার চেয়ারপার্সন নিযুক্ত

২৭ অক্টোবর ঃ অ্যাডভাটাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (AAAI) স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিসেস প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জিকে তাদের নবগঠিত পূর্ব ভারতীয় শাখার চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করেছে। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং কৌশলগত

ব্যবসায়িক নেতৃত্বে দক্ষ মিসেস চ্যাটার্জি উইমেন ইকোনমিক ফোরামের 'এক্সেপশনাল উইমেন অব এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত হয়েছেন। তিনি মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। মিসেস প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি বলেন, AAAI-এর পূর্ব ভারতীয় শাখার চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের লক্ষ্য হবে আঞ্চলিক সহযোগিতা, পরামর্শদান এবং উদ্ভাবনের জন্য এমন মঞ্চ তৈরি করা, যা পূর্ব ভারতের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলি ও তাদের গ্রাহকদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে। AAAI- এর সভাপতি ড. সন্দীপ গোয়েল বলেন, প্রিয়াঙ্কার মধ্যে কৌশলগত দূরদৃষ্টি এবং বিজ্ঞাপন শিল্পে বিশ্বাসযোগ্যতার এক শক্তিশালী সমন্বয় রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে AAAI- এর পূর্ব ভারতীয় শাখা এমন অর্থবহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবে, যা স্থানীয় বাজারের চাহিদা এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটাবে। **AAAI সম্পর্কে**- অ্যাডভাটাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া হলো ভারতের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী একটি জাতীয় সংগঠন। এই সংগঠন তাঁর সদস্যদের স্বার্থরক্ষা, পেশাগত মান উন্নয়ন এবং বিজ্ঞাপন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করার জন্য কাজ করে।

আত্রেয়ীর তীরে তন্ত্রসাধনার লোক ঐতিহ্য, খিদিরপুর মহাশ্মশান ঘিরে বিশ্বাস পুজো ও ইতিহাসের খোঁজ

রতন দে, বালুরঘাট, ২৭ অক্টোবর ঃ আত্রেয়ী নদীর তীরে খিদিরপুর মহাশ্মশানকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তারামায়ের উপাসনা শ্মশানকেন্দ্রিক লোকাচার এবং নানা ধর্মীয় বিশ্বাস। প্রতি বছর দীপান্বিতা

অমাবস্যায় বিশেষ পুজো উপলক্ষ্যে এখানে ভক্তদের সমাগম হয়। পঞ্চমুণ্ডির আসন শ্মশানে শিবের থান এবং শ্মশানকালী মন্দিরকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে একাধিক লোককথা। তবে এই দাবিগুলির অনেকগুলিরই নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নথি বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও মেলেনি। খিদিরপুর মহাশ্মশানকে কেন্দ্র করে বালুরঘাটের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে পূজিত হন শ্রী শ্রী তারা মা। ভক্তদের বিশ্বাস পঞ্চমুণ্ডির আসনে দেবীর প্রতিষ্ঠা রয়েছে। অনেকে এই স্থানকে শ্মশানসাধনা ও তন্ত্রাচারের সঙ্গেও যুক্ত করেন। যদিও প্রাচীন সাধকদের পরিচয় সাধনার সময়কাল বা মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে ধারাবাহিক লিখিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। আত্রেয়ীর দুই পাড়ে ছড়িয়ে থাকা একাধিক মন্দির ও উপাসনাস্থলও এই ধর্মীয় পরিমণ্ডলের অংশ। অঘোরী বাবার মন্দির চকভবানী ও চকভৃগু শ্মশানকালী মন্দির অষ্টভুজা ভবতারিণী মন্দির ডাকাত কালীমন্দির এবং ঘাট কালীমন্দির উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি খিদিরপুরের তারা মন্দির শ্রী শ্রী রঘুনাথ মন্দির এবং পশ্চিম খিদিরপুরের গঙ্গা দেবীর মন্দিরকে ঘিরেও চলে পুজো মানত ও নানা লোকাচার। বাংলার শাক্তধর্মে কালী তারা এবং শ্মশানকেন্দ্রিক উপাসনার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সেই বৃহত্তর ধর্মীয় পরম্পরার সঙ্গে বালুরঘাটের এই উপাসনাস্থলগুলির সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয়রা। তাঁদের কাছে শ্মশান শুধু দাহস্থল নয়, দেবী আরাধনা পূর্বপুরুষ স্মরণ মানত এবং সামাজিক ধর্মাচরণেরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। দীপান্বিতা অমাবস্যায় খিদিরপুর মহাশ্মশানে তারামায়ের বিশেষ পুজো হয়। ধর্মীয় আচার প্রার্থনা ও প্রসাদ বিতরণকে ঘিরে সেদিন শ্মশান চত্বরে তৈরি হয় আলাদা আবহ। তবে পুজোর সূচনা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল এবং সংশ্লিষ্ট সাধকদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। পুরনো পুজোর খাতা দানপত্র জমির নথি এবং প্রবীণ বাসিন্দাদের স্মৃতি সংগ্রহ করা গেলে এই স্থানের অতীত সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক ধারণা তৈরি হতে পারে। স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মতে লোকবিশ্বাসকে অস্বীকার না করেই তার সঙ্গে যাচাইযোগ্য ইতিহাসকে আলাদা করে দেখা জরুরি। আত্রেয়ীর তীরের মন্দির ও শ্মশানগুলির নথিবদ্ধ ইতিহাস তৈরি হলে বালুরঘাটের শাক্ত উপাসনা লোকাচার এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে। ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান রেখে নথি স্থাপত্য পুরনো দলিল এবং মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণ করলেই খিদিরপুর মহাশ্মশানের ঐতিহ্য আরও নির্ভরযোগ্যভাবে তুলে ধরা সম্ভব।

শান্তিপুরের অন্যতম জাগ্রত এবং ঐতিহ্যবাহী পুজো হল বোম্বাট কালীমাতা পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ অক্টোবর ঃ শান্তিপুরের অন্যতম জাগ্রত এবং ঐতিহ্যবাহী পুজো হল বোম্বাট কালীমাতা পুজো। জানা যায়, স্বাধীনতার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে তৎকালীন শান্তিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একসাথে এই পুজোর সূচনা করেন। এটি কোনও পাড়া বা মহল্লার ব্যক্তিগত পুজো নয়, বরং সমগ্র শান্তিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দ্বারা পরিচালিত পুজো। স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর শান্তিপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যখন নানা অসামাজিক কাজকর্ম ও অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তখন শান্তিপুরের নেতৃত্বস্থানীয় ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'বোম্বাট মিলিটারী গ্রুপ' তৈরি হয়। এই গ্রুপের মাধ্যমেই তখনকার অস্থির পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় এবং তারা তাতে সফল হন। এই পুজোর নিয়ম- নীতি অন্যান্য পাঁচটা পুজোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে গভীর রাতে তন্ত্রমতে পুজো হয়। মায়ের প্রতিমার কাঠামো দেখলেই বোঝা যায় যে অন্যান্য প্রতিমার থেকে এর গঠনতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা এবং এর মূল ভিত্তি শিব ঠাকুরের বুকের ওপর অবস্থিত। শিব ঠাকুরের বুক ও রূপ সম্পূর্ণ আলাদা এবং এর পুজোও ভিন্ন মতে হয়। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় বামা মায়ের পুজো ও নাচ বিশ্ববাসী দেখতে পান। ভক্তরা তাঁকে প্রণাম জানান। বহু বছর পরে এই স্বপ্নাদেশেই সেখানে পুজোর সূচনা হয়েছিল। শান্তিপুরের 'ডাকাতে কালী' বা বোম্বাট কালীর মশালেরও এক ঐতিহাসিক উৎপত্তি রয়েছে। প্রতিবছর আইনের মেনে এই পুজোর সময় মশাল বের হয়। বর্তমান বিধায়ক স্বপন কুমার দাসের সহযোগিতাও এই পুজোয় রয়েছে। উদ্যোক্তাদের মতে, বর্তমানে

নরমুণ্ডগুলি সম্পূর্ণ আসল এবং সেই সময়ের পুজোর শুরু থেকেই এই আসল নরমুণ্ড রেখেই তন্ত্রমতে মায়ের আরাধনা ও পুজো হয়ে আসছে। যাতে শান্তিপুরকে বিভিন্ন সমস্যা থেকে রক্ষা করা যায়। একসময় মায়ের পাটে ওঠার সময় বলি প্রথার প্রচলন ও মায়ের সামনে ভক্তদের জেগে ওঠার বহু অলৌকিক ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রচলিত রয়েছে। যদিও বর্তমানে নিয়মনীতি ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বলি প্রথা বন্ধ রয়েছে, তবে অতীতের সেই দিনগুলির কথা আজও মানুষের মুখে মুখে শোনা যায় এবং ভবিষ্যতেও সবকিছু সম্ভাবনাময় বলে আশা প্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তা পলসন ঘোষ।

কন্যা সন্তানের জন্মের আনন্দে বাড়ি ফিরছিলেন, জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ অক্টোবর ঃ আনন্দের আবহাওয়া নিমেষে পরিণত হলো গভীর শোকে। কন্যা সন্তান লাভের খুশিতে বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করে বাড়ি ফেরার পথে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার মহেশাইল এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বহরমপুরমুখী লেনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম আজগার আলি (২৭)। তাঁর বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত গোথা গ্রামে। ওই ব্যক্তি পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পূর্ব মেদিনীপুরে কাজ করতেন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগেই আজগারের স্ত্রী এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। সেই খবর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গত পরশু বাড়ি ফেরেন আজগার। মেয়ে হওয়ার আনন্দ উদ্‌যাপন করতেই সোমবার রাতে খুড়তুতো ভাই হেলাল শেখকে সঙ্গে নিয়ে মহেশাইল অঞ্চলের একটি মদের দোকানে যান তিনি। পরিবারের দাবি, মেয়ে হওয়ার খুশিতে সকলকে মদ্যপান করান আজগার। মৃতের ভাই হেলাল শেখ বলেন, আমি এবং আজগার সোমবার মহেশাইলের একটি মদের দোকানে গিয়েছিলাম। আজগার মেয়ে হওয়ার আনন্দে আমাকে এবং বন্ধুদের মদ্যপান করায়। তারপর আমি সেখান থেকে বাড়ি চলে আসি। পরে জানতে পারি, ও ওখানকারই এক ছোলা বিক্রেতার সঙ্গে বসে আবারও মদ্যপান করে। জানা গেছে, দ্বিতীয় দফায় মদ্যপানের সময় আজগারের টাকা ফুরিয়ে যায়। তখন তিনি স্ত্রীকে ফোন করে টাকা চান। মেয়ের জন্মের আনন্দে থাকা স্ত্রীও কোনও দ্বিধা না করে অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে দেন। সেই টাকাতেই ফের মদ্যপান করেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, গভীর রাতে অতিরিক্ত মদ্যপ অবস্থায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ি আজগারকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘাতক গাড়িটি ঘটনার পর পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার ভোররাতে সুতি থানার পুলিশ জাতীয় সড়কের ওপর থেকে আজগার আলির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যে বাড়িতে দুদিন আগেও নতুন অতিথির আগমনে আনন্দের আবহ ছিল, সেখানে এখন কান্নার রোল। ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে সুতি থানার পুলিশ। এলাকার এবং জাতীয় সড়কের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) রক্তিম করাতী, পিতা- রবীন্দ্রনাথ করাতী
২) সতেন্দ্র সিং, পিতা- হনসরাজ সিং
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) শুভ্রদীপ গুহঠাকুরতা, পিতা- নীতিশ গুহঠাকুরতা ২) রমজান আলী, পিতা- করিমুদ্দিন মহামুদ**
ঠিকানাঃ **১) মোহন্ত পাড়া ২) কামাত পাড়া**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **13.10.2022** নং বহি **0701-2022** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2296 dt. 10.8.2026, I- 9/9/2014**
নামজারি কেস নংঃ **MN/____/0702/____**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
R.S দাগ - 290, L.R. দাগ - 475, R.S খতিয়ান-4481, L.R.খতিয়ান- 1433, L.R. দাগ - 1154, 1155, 1156, 1160, 1162, 1239,11.58
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **১) রক্তিম করাতী, পিতা- রবীন্দ্রনাথ করাতী ২) সতেন্দ্র সিং, পিতা- হনসরাজ সিং**
পিতা / স্বামীঃ
ঠিকানাঃ ১) মোহন্ত পাড়া, কামাত পাড়া

মারদা কমার্শিয়াল এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN:L65929W131990PLC048280
রেজি অফিসঃ ১১, ব্রুকড লেন, প্রথম তলা, রুম নং ৭, থানা- হেয়ার স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, ফাংশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পটপরগঞ্জ, দিল্লি -১১০০৯২ টেলিঃ০১১-৪৩০৪১৪০০
ওয়েবসাইটঃ www.mchl.co.in ইমেল- info@mchl.co.in
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(শেয়ারের সংক্রান্ত তথ্য বাদে লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	বর্তমান ৩মাস ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে শেষ হয়েছে (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৬ (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০.০৯.২৫ (অনিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৩১.০২	১৭৮.৮০	৫১.১২
২.	(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	১.০১	(৩৯.০৪)	৩২.৫৯
৩.	(করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	১.০১	(৩৯.০৪)	৩২.৫৯
৪.	(করের পরে) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১.১৫	(১.২০)	২৬.৯৫
৫.	(করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [(করের পরে) সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১.১৫	(২৯৫.৫৯)	২৬.৯৫
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)	- -	৪,৩৩৩.৯৩	--
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি মুখমূল্য ১০ /-টাকা, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)			
	(ক) মূল (টাকা)	০.০১	-০.০১	০.২৭
	(খ) মিশ্র (টাকা)	০.০১	-০.০১	০.২৭

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত অংশটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট 'www.cse-india.com' এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট 'www.mchl.co.in'-এ পাওয়া যাবে।

মারদা কর্মাসিয়াল এণ্ড হোল্ডিং লিমিটেডের পক্ষে,
দৌলত রাম আগরওয়াল
স্বা /-
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 00586956
স্থানঃ নিউদিল্লি
তারিখঃ ২৭।১০।২০২৬

নদীয়ায় ৪৫ কেন্দ্রে শুরু চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা, অংশ নিচ্ছে ৩৫৮৫ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ অক্টোবর ঃ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ)-এর উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে নদিয়া দক্ষিণের ৪৫টি কেন্দ্রে শুরু হল চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা। এ বছর এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে মোট ৩৫৮৫ জন পড়ুয়া। ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষা চলবে আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। কৃষ্ণনগর, চাপড়া, বড় আন্দুলিয়া, বীরনগর, তাহেরপুর, বাদকুল্লা, কুপার্স, চাকদহ, শিমুরালি ও কল্যাণী-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। পর্ষদের নদীয়া দক্ষিণ বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির কার্যকরী সভাপতি মহিমা রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় জানান, সরকারি স্তরে প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য এই পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ নেয় পর্ষদ। ১৯৯২ সাল থেকে নিয়মিত এই পরীক্ষা হয়ে আসছে। তাঁর বক্তব্য, সেই সময়ে রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি বিষয়ে পাশ-ফেল প্রথা এবং বৃত্তি পরীক্ষা তুলে দিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ুয়াদের বৃত্তি পরীক্ষার সুযোগ ফিরিয়ে আনা এবং পাশ-ফেল প্রথা চালুর উদ্দেশ্যে পর্ষদের এই উদ্যোগ শুরু হয়। এ বারের পরীক্ষা চার দিন ধরে চলবে। মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় মঙ্গলবার বাংলা, বুধবার অঙ্ক, বৃহস্পতিবার পরিবেশবিদ্যা এবং শুক্রবার ইংরেজি পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রতিদিন সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে। কৃষ্ণনগর শহরের পরীক্ষার্থীদের জন্য শক্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন্দ্র করা হয়েছে। সেখানে ৫৩৪ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মহিমা রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। পরীক্ষার সময় নিয়ে অভিভাবক বুদ্ধদেব বিশ্বাস জানান, সকালে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা পড়ুয়া ও অভিভাবকদের অসুবিধা হচ্ছে। সকাল ১০টা নাগাদ পরীক্ষা শুরু হলে সুবিধা হত বলে তাঁর মত। পাশাপাশি, পরীক্ষাকেন্দ্রে পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে ছোটদের সুবিধা হত বলেও জানান তিনি। পর্ষদের নদীয়া দক্ষিণের জেলা সম্পাদক আফতাবউদ্দিন শেখ জানান, বিভিন্ন স্কুলের অনুমতি ও সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণ করতে হয়। প্রথম দিন কয়েক জন পরিদর্শক দেরিতে পৌঁছানোয় শুরুতে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল, পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে পানীয় জল, শৌচাগারে পর্যাপ্ত জল এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

Office of the
Bhakuri-II Gram Panchayat
Vill-Belpukur, P.O.-Balarampur, P.S.-Berhampore, Dist-Murshidabad.
NOTICE INVITING e-TENDER NO- (1) 02 of 2026-27, (2) 03 of 2026-27
For and on behalf of the Prodhan, Bhakuri-II Gram Panchayat invites sealed Tenders for total 5(Five) different works. Bid submission start date(Both technical & Financial) **27/10/2026 at 17.00 Hrs**. Bid submission closing date(Both technical & Financial) **05/11/2026 at 17:00 Hrs**. Bid opening for Technical proposals **07/11/2026, 17:00 Hrs.** and Financial proposals **09/11/2026, 17.00 Hrs.** For details please visit website **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Prodhan
Bhakuri-II Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
আই.টি. বিভাগ
NIT NO: 17-EE/IT/2026-2027 Date: 12/10/2026
আগ্রহ প্রকাশ
হাওড়া পৌরনিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌরনিগমের বিদ্যমান 'পুরসাথী' ই-গভর্ন্যান্স সিস্টেম ও সিটিজেন সার্ভিসেস পোর্টালের সামগ্রিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, ত্রুটি সংশোধন, ডেটাবেস সহায়তা, নিরাপত্তা, ইন্টিগ্রেশন সহায়তা এবং অনুমোদিত পরিবর্তনের জন্য 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' (আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ) সংক্রান্ত অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছেন। অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ **১৮.১১.২০২৬, বিকেল ৩.০০টা** পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য www.wbtenders.gov.in ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন।
৯৮(৩) / ২৬-২৭
২৭।১০।২০২৬
নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌরনিগম

বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ RNY-EL-T-10-2026-27, তারিখঃ 24-10-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** RNY-EL-T-10-2026-27; **কাজের নামঃ (১)** রঙাপাড়া নর্থ-এঃ স্ট্যান্ডার্ড স্টাফ কোয়ার্টার্স পার্ট-। (১২ ইউনিটচ টাইপ- II)-এর দ্বারা কোডাল লাইফ এক্সপায়ার্ড কোয়ার্টারর প্রতিস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) হারমতি-তেঃ ২ ইউনিটচ টাইপ- III কোডাল লাইফ এক্সপায়ার্ড স্টাফ কোয়ার্টারর প্রতিস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) রঙিয়া-তেঃ রঙিয়া নিউ পাওয়ার হাউসে সমস্ত আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ ১টি ৭৫০ কেভিএ ডিজি সেট-এর ব্যবস্থা সাথে জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৯৩,৩৭,১৩০.১৭ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৮৬,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ
নং: সি/৪০৭/এপি/হল্ট/পলিসি/পার্ট.। (ই-ফাইল নং. ১৮৯২১২)
তারিখ ঃ ২৩-১০-২০২৬
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, রেলওয়ে বোর্ডের নীতি নির্দেশিকার মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আলিপুরদুয়ার, বানেশ্বর, নিউ গীতালদহ এবং ওদলাবাড়ি হল্ট স্টেশনে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
আবেদনপত্রের যোগ্যতা সংক্রান্ত মানদণ্ড, প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলী, আবেদন ফর্ম ইত্যাদি ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), ডিআরএম বিল্ডিং আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ), পিন-৭৩৬১২৩ -এর অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
যেকোনো কারণে ডাউনলোড করার সুবিধার কোনো রকম বিলম্ব/অসুবিধা/ অপ্রাপ্যতার জন্য রেল প্রশাসন দায়ী থাকবে না। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা নথিপত্র/আবেদন ফর্ম এবং অফিসে উপলব্ধ মাস্টার কপির মধ্যে কোনো অমিল দেখা দিলে, দ্বিতীয়টি সর্বমান্য হবে এবং আবেদনকারী(গণ)-র উপর বাধ্যবাধকতা থাকবে। এই বিষয়ে কোনো দাবি/অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। এই নিয়োগটি এই ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রধান নিয়ম ও শর্ত সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে চুক্তি ও কমিশন ভিত্তিতে হবে। সফল আবেদনকারীকে স্বল্প নোটিশে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত আবেদনপত্রের ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে আবেদনকারীদের নিজেদেরই হবে।
আবেদনপত্র সংবলিত খামটি সিল করা থাকতে হবে এবং খামের উপরে (ডান দিকের কোণায়) "____________ **হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদন**" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশনের অফিস থেকে ০৩/১১/২০২৬ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ০৪/১২/২০২৬ তারিখের ১৭:৩০ টা পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
সিল করা খামটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II, ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং., পিন-৭৩৬১২৩ -এর চেম্বারে রাখা অ্যাপ্লিকেশন বক্সে ০৫/১১/২০২৬ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ০৭/১২/২০২৬ তারিখের ১৬:০০ টা পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে ফেলা যেতে পারে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II, আলিপুরদুয়ার জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পিন-৭৩৬১২৩ -এর চেম্বারে ০৭/১২/২০২৬ তারিখে ১৭:০০ টায় **অ্যাপ্লিকেশন বক্স খোলা হবে।**
আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য, আবেদনকারীরা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং., পিন-৭৩৬১২৩ -এর অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
ডিসিএম (আইসি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Ex. Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No.: KMC/LTG/77/WD26/IV/ZII/26-27
Name of work : **Temporary lighting arrangement at Swami Vivekananda's Ancestral House and adjacent roads from 12th to 17th January 2027 to Celebrate National Youth Day in Ward 26, Br-IV KMC**. Estimated Amount : **Rs. 1,20,780.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **10 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **17.11.2026** up to **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No.: LTG/Z2/INST/62/25-26
Name of work : **Installation of LED lights inside of the meat range & allied electrical works at S.S. Hogg Market (WD-46, Br-VI), under KMC**. Estimated Amount : **Rs. 3,92,527.41**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **10 Days**.
3. NIT No.: LTG/10/INST/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Electrical issues of the New Community Hall at 16, Jadunath Dey Road in Ward No.-47**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,736.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
4. NIT No.: LTG/Z2/INST/VI/90/26-27
Name of work : **Supply of electrical materials like fans, tube lights, MCBS and switches for all KMCP Schools under Br-VI, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 1,66,298.52**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **05 Days**. Bid submission starting date and time: **29.10.2026** from **11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4). Last date and time of submission of bid: **13.11.2026** up to **11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4). Bid opening date for technical proposal: **13.11.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **29.10.2026 after 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4).
5. NIT No. : LTG/58/62/VI/Z-II/26-27
Name of the work : **Repairing and replacement of lighting system at different places in Ward No.: 62**. Estimate Amount : **Rs. 1,98,359.96**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.11.2026** up to **2 p.m.**
6. NIT No. : LTG/60/51/VI/Z-II/26-27
Name of the work : **Operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-51 under Borough VI**. Estimate Amount : **Rs. 2,49,107.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **181 Days**.
7. NIT No. : LTG/61/52/VI/Z-II/26-27
Name of the work : **Operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-52 under Borough VI**. Estimate Amount : **Rs. 2,49,000.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **181 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.11.2026** up to **5 p.m.** (for Sl. No. 6 & 7). Bid opening date: **06.11.2026** (for Sl. No. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **28.10.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 5) and **28.10.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 6 & 7).
8. NIT No. : KMC/LTG/INST/53/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Operation & maintenance work for electrical network of all the KMC Community Halls, Labour Qtrs and other Institutions under Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 2,62,494.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **181 Days**.
9. NIT No. : KMC/LTG/75/WD26/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Improvement of lighting arrangement at Chandrasur Lane and other places in WD 26 under Br-IV**. Estimate Amount : **Rs. 2,17,124.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **18.11.2026** up to **2 p.m.** (for Sl. No. 8 & 9). The bid forms and other details are available on and from **30.10.2006 (2 p.m.)** (for Sl. No. 8 & 9). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 2 to 9).
10. NIT No. : LTG/55/40/V/Z-II/26-27
Name of the work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system at different areas in Ward No. 40, under Br-V**. Estimate Amount : **Rs. 2,47,696.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **181 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.11.2026** up to **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.10.2026** at **6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The **Ex. Engineer (Electrical)/Lighting, Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: LTG/XIV/22/26-27/HEALTH
Name of work : **Operation and maintenance of electrical system at different KMC Health Units under Br-XIV**. Estimated Amount : **Rs. 3,46,531.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **365 Days**.
2. NIT No.: LTG/XIV/23/26-27/HEALTH2
Name of work : **Repairing and replacement of electrical works at different Health Unit under Borough-XIV**. Estimated Amount : **Rs. 1,84,491.00**. Earnest Money: **Rs. 3,700.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **05.11.2026** at **4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date for technical proposals (online) : **05.11.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No.: KMC/LTGV/120/26-27/SI2
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings for Satyen Roy Road and Jameslong Sarani in Ward No.-120**. Estimated Amount : **Rs. 2,20,934.24**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **07 Days**.
4. NIT No.: LTGV/118/26-27/L5
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at MM Banerjee Rd., Barick Para, surrounding lane and bye lane in Ward No.-118 under Br-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,045.01**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid : **07.11.2026 (4 p.m.)** (for Sl. No. 3 & 4). Bid opening date for technical proposal: **07.11.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 4). The bid forms and other details are available on and from **27.10.2026 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) and **28.10.2026 (4 p.m.)** (for Sl. No. 3 & 4) The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).
637/26-27

চাষের কথা

মাঠে পাকা ধান, সামনে আলু চাষের মরশুম! ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' ফসলের ক্ষতির আশঙ্কায় আতঙ্কে হুগলির কৃষকরা

বিশেষ, প্রতিবেদক ঃ পুজোর আগে টানা বৃষ্টির ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেননি কৃষকরা। তার মধ্যেই নতুন করে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' প্রভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে হুগলির কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে। মাঠে রয়েছে আমন ও আউশ ধান। অন্যদিকে, শুরু হয়েছে আলু চাষের জমি তৈরির প্রস্তুতি। এই পরিস্থিতিতে ফের ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া শুরু হলে ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি আলু চাষও পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। পুজোর আগে একটানা বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল বাংলার জনজীবন। প্রবল বৃষ্টির জেরে একাধিক জেলায় তৈরি হয়েছিল বন্যা পরিস্থিতি। বহু কৃষিজমিতে জল জমে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন চাষিরা। বিঘার পর বিঘা জমিতে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কয়েক দিনের টানা রোদে কিছুটা শুকিয়েছিল জমি। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার আশা দেখছিলেন কৃষকরা। কিন্তু নতুন করে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' প্রভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস তাঁদের সেই আশায় জল ঢালতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। হুগলির সিঙ্গুর, হরিপাল, ধনেখালি ও আরামবাগ-সহ জেলার বিভিন্ন কৃষিপ্রধান এলাকায় এখন ধান চাষের গুরুত্বপূর্ণ সময়। কোথাও আমন ধানের শিষ বের হওয়ার অপেক্ষা, কোথাও আবার শিষ বেরিয়ে ফুল আসার প্রক্রিয়া চলছে। এই অবস্থায় ভারী বৃষ্টি হলে এবং তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইলে ধানগাছ মাটিতে হেলে পড়তে পারে। তোলার কাজে বাধা তৈরি হতে পারে। আর যেসব জমিতে ধান এখনও পরিপক্ক হয়নি, সেখানে ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ পড়ে গেলে ফলনের উপর সরাসরি প্রভাব লাগানোর কাজ পিছিয়ে যেতে পারে। এতে পরবর্তী চাষের সময়সূচি এবং উপাদন নিয়েও দুশ্চিন্তা বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় কখনও অতিবৃষ্টি,

ফলে ধানের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

শুধু ধান নয়, নতুন করে বৃষ্টি হলে জমিতে জল জমে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাতে ফসলের ক্ষতি বাড়তে পারে। ইতিমধ্যেই অতিবৃষ্টির কারণে সমস্যায় পড়েছেন জেলার বহু চাষি। ফলে আবহাওয়ার নতুন পূর্বাভাস সামনে আসতেই তাঁদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। কৃষকদের আশঙ্কা, এই সময়ে ঝড়-বৃষ্টি হলে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা ধান বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। যেসব জমিতে ধান কাটার সময় এগিয়ে এসেছে, সেখানেও ফসল ঘরে পড়তে পারে। হুগলির কৃষকদের কাছে ধানের পাশাপাশি আলু চাষও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধান কাটার পর অনেক জমিতেই আলু চাষের প্রস্তুতি শুরু হয়। কোথাও জমি তৈরি করার কাজ চলছে, কোথাও আবার জ্যোতি আলু-সহ বিভিন্ন প্রজাতির আলু রোপণের পরিকল্পনা করছেন চাষিরা। কিন্তু নতুন করে টানা বৃষ্টি হলে সেই প্রস্তুতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জমিতে জল জমে মাটি অতিরিক্ত ভিজে কাদায় পরিণত হলে আলু রোপণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা কঠিন হবে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে আলু কখনও আবার জলসংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে চাষিদের। তার উপর নতুন করে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়লে একসঙ্গে ধান ও আলু-দুই ফসলেরই ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। কী বলছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস?

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। 'অর্ণব' নামে পরিচিত এই ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য গতিপথ এবং শক্তিবৃদ্ধির উপর নজর রাখছেন আবহবিদরা। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোতে পারে। এর প্রভাবে মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নির্ভর করছে তার গতিপথ ও শক্তির পরিবর্তনের উপর। ফলে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর। স্থানীয় এক কৃষকের আশঙ্কা, নতুন করে বৃষ্টি শুরু হলে মাঠে থাকা ধানের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। জমিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা তৈরি হলে শোষক পোকার আক্রমণের আশঙ্কাও বাড়তে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, জমি প্রস্তুত করে আলু রোপণের কাজ শুরু করার পরিকল্পনাও আবহাওয়ার কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে, ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে হুগলির কৃষকদের মধ্যে। একদিকে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ধান ঘরে তোলার চিন্তা, অন্যদিকে আলু চাষের মরশুম ঠিক সময়ে শুরু করার তাগিদ-দুইয়ের মাঝে অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে তাঁদের। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়ার পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সিঙ্গুর, ধনেখালি, হরিপাল ও আরামবাগের কৃষকরা।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জিএম বারাণসী সিটি স্টেশন পরিদর্শন করেছেন

গোরখপুর, ২৭ অক্টোবরঃ ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী তুষার কান্ত পান্ডে, বারাণসীর ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী আশীষ জৈন এবং সদর দপ্তর ও ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বারাণসী, রজতলব, হারদত্তপুর এবং বারাণসী সিটি স্টেশনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বরওয়ানকর স্টেশনগুলির ভিড় ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা, যাত্রীদের সুবিধা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন।পরিদর্শনের শুরুতে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর বারাণসী স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার এবং চলাচল এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধনের উপরও জোর দেন। তিনি বারাণসী স্টেশনে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন।এর পরে, রজতলাব স্টেশন পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজার ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।পরবর্তীতে, শ্রী বরওয়ানকর হারদত্তপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের প্যানেল রুমে ফেইলর রেজিস্টারসহ বিভিন্ন রেজিস্টার এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম পরিদর্শন করেন। একই ধারাবাহিকতায়, জেনারেল ম্যানেজার স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এবং পয়েন্টসম্যানের সাথে ট্রেন পরিচালনা ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সকল পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেন।পরিদর্শন শেষে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর বারাণসী সিটি স্টেশনের ৪৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলমান ফুট ওভারব্রিজ (এফওবি) নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। জেনারেল ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চলমান নির্মাণকাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, উচ্চ গুণমান বজায় রেখে এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওযার পাশাপাশি রেল সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার নিরন্তর উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশন চত্বরের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Hjiran Mondal (Old Name) W/O–Ihannabi Mandal residing at Vill & PO-Barbakpur , PS-Karimpur , Dist-Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Hjiran Mondal to Hajiran Mandal and henceforth I shall be known as Hajiran Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Executive Magistrate Tehatta court dated on 06/08/2026 . My name Hajiran Mandal & Hjiran Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Furkon Khatun (Old Name) W/O–Ajad Sk residing at Vill-Hikampur , PO-Muktinagar , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Furkon Khatun to Laila Bibi and henceforth I shall be known as Laila Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/10/2026 . My name Laila Bibi & Furkon Khatun both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Jasimuddin Miya, S/O. Sahiuddin Miya, residing at Vill. Panisala, Moamari, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1989 0966969, Wherein my and my father's name has been recorded as Md. Jashimuddin Miah, S/O. Md. S. Miah. That Said Jasimuddin Miya S/O. Sahiuddin Miya and Md. Jashimuddin Miah, S/O. Md. S. Miah , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 39, dt. 27/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Hasen Miah, S/O. Chantulla Miah , residing at Vill. Kharimala Khagrabari, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2012 0853161, Wherein my and my father's name has been recorded as Hasen Miya, S/O. Chanthulla Miya . That Said Hasen Miah ,S/O. Chantulla Miah and Hasen Miya, S/O. Chanthulla Miya , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 43, dt. 27/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Tapash Sarkar, S/O. Gopal Sarkar, residing at Vill & P.O. Chakchaka, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code, 736156. That in my full , good and correct name is Tapash Sarkar, Which is recorded in my Voter Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2012 0854788, Wherein my name has been recorded as Tapas Sarkar. That Said Tapash Sarkar and Tapas Sarkar, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 41, dt. 27/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Bablu Ray, S/O. Taranikanta Ray, residing at Vill & P.O. Morangamari , P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736157. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2009 0982019 , Wherein my name my and my father's name has been recorded as Bablu Ro , S/O. Tarani Kanta Roy. That Said Bablu Ray, S/O. Taranikanta Ray and Bablu Ro , S/O. Tarani Kanta Roy, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 42 ,dt. 27/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Gouranga Barman, S/O. Late Dinesh Barman, residing at Vill & P.O. Pestarjhar, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2003 0854564, Wherein my and my father's name has been recorded as Gouuranga Barman,S/O. D.C Barman. That Said Gouranga Barman, S/O. Dinesh Barman and Gouuranga Barman, S/O. D.C Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 40, dt. 27/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, HAKIM LAYEK, S/O-Joynal Abedin Layek, resident of Vill-Mohanpur, P.O.- Amadpur, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN 713154,do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL HAKIM LAYEK in all purpose vide affidavit No-142, Dated -14/10/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That HAKIM LAYEK and ABDUL HAKIM LAYEK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, HARI SHANKAR KUMAR (old name) DOB- 15/03/1989 S/o- Gouri Shankar Shaw, residing of 9/5 Bhairab Dutta Lane, Post - Salkia, Howrah-711106, do hereby declare that I have changed my name from HARI SHANKAR KUMAR (old name) to RAVI SHAW (New Name) and henceforth I shall be known as RAVI SHAW (new name) DOB- 01/01/1981 in all purpose vide an affidavit no. 27 sworn before The Lt. Judicial Magistrate (1st class) at Kolkata dated 01/10/2026 RAVI SHAW (new name/Correct name) DOB- 01/01/1981 and HARI SHANKAR KUMAR (old name) DOB-15/03/1989 both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NAJMA KHATOON D/O. Ashik Hossain (father's Name), W/O. Habib Purkait, Residing at Surikhal Das Koley, Ranjit Senapati, Giri Molla Para, P.O. Panchla, Dist:-Howrah, Pin-711322, W.B., INDIA,(address), have changed my father's name from Asik Hossain and shall henceforth be known as Ashik Hossain (new name) as declared before the First Class Judicial Magistrate at Sealdah Court, vide Affidavit No. 70086, Dated 07/08/2026, Ashik Hossain, and Asik Hossain, both are same and identical person.

কর্নাটকের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বড় ধাক্কা! বাদ প্রায় ৯৯ লক্ষ নাম, নতুন করে যুক্ত ৮.৬৪ লক্ষ ভোটার

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর ঃ কর্নাটকে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সংশোধনের পর আগের তালিকার তুলনায় ভোটারের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৯.৩২ লক্ষ। তবে খসড়া তালিকায় বাদ পড়া নামের মধ্যে নতুন করে ৮.৬৪ লক্ষ ভোটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক আরও বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অবশেষে কর্নাটকের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। দীর্ঘ যাচাইকরণ প্রক্রিয়া শেষে ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত এই তালিকায় ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সংশোধন প্রক্রিয়ার আগে রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৩১৪। চূড়ান্ত তালিকায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ১১ জনে। অর্থাৎ, আগের তালিকার তুলনায় প্রায় ৯৯ লক্ষ ৩২ হাজার ভোটারের নাম আর চূড়ান্ত তালিকায় নেই। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যার মধ্যেও রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্যের গুরুত্বও বাড়ছে।

উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা গিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ। অন্যদিকে, মহিলা ভোটারের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৪ লক্ষ বেশি। পাশাপাশি, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ২ হাজার ৮৪১। ভোটার তালিকার এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, সংশোধন প্রক্রিয়ার পর রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যায় বড়সড় পরিবর্তন এসেছে। তবে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়ার পিছনে কী কী কারণ গত ৩০ জুন কর্নাটকে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই, এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় খসড়া ভোটার তালিকা। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর জানা যায়, প্রায় .১ কোটি ৭ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। পরে ভোটারদের তথ্য যাচাই এবং সংশোধনের কাজ চালানো হয়। ২৪ অগস্ট থেকে শুরু হওয়া যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। খসড়া তালিকায় বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে নতুন করে ৮.৬৪ লক্ষ নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে চূড়ান্ত তালিকায় কিছু ভোটারের নাম ফিরে এলেও সামগ্রিকভাবে আগের তুলনায় ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৯৯.৩২ লক্ষ কমেছে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের অভিযোগ ছিল, বহু বৈধ ভোটারের নাম যথাযথ কারণ ছাড়াই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর বিরোধীরা কী প্রতিক্রিয়া জানায়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের ভোটার অনুসন্ধান পোর্টালের মাধ্যমেও ভোটাররা নিজেদের নাম তালিকায় রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে পারবেন। কর্নাটকের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াও নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার নাম বাদ পড়েছিল, যা মোট ভোটারের প্রায় ৭.৬ শতাংশ। কর্নাটকে প্রায় ৯৯ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা ভোটার তালিকার সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। তবে বাদ পড়া প্রত্যেকটি নামের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণ এবং সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। এখন নজর, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর রাজনৈতিক দলগুলির পরবর্তী পদক্ষেপ এবং ভোটারদের অভিযোগের নিষ্পত্তি কীভাবে হয়, সেদিকে নজর সকলের।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে 'ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করছে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত 'ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ' পালনের অংশ হিসেবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সততা রক্ষার শপথ পাঠ করান। এ বছর 'ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ'-এর মূল বিষয়বস্তু হলো- সমৃদ্ধির জন্য সততা ।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার শ্রী সুরিন্দর পাল এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও আইনের শাসন মেনে চলার ঘুষ না নেওয়ার বা না দেওয়ার সমস্ত কাজ সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জনস্বার্থে কাজ করার ব্যক্তিগত আচরণে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার এবং দুর্নীতির কোনো ঘটনা ঘটলে তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানোর শপথ গ্রহণ করেন। 'ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ' পালনের উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতার প্রসার ঘটানো এবং রেলকর্মী, সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।'ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ' চলাকালীন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পথনাটক , সেমিনার, বিক্রেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এছাড়া, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চারটি ডিভিশন- খড়গপুর, আদ্রা, রাঁচি এবং চক্রধরপুরেও 'ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করা হবে।

'মুখের কথায় হবে না, আবেদন করুন', রাহুল-সহ সব পক্ষকে

১-র পাতার পর- তলপেটে যন্ত্রণা বা রক্তপাত হলে অবিলম্বে হাসপাতালে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়। আবেদনে বলা হয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের গেটে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া, গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম আতঙ্ক এবং প্রকাশ্যে এই অপমানের ঘটনা ওই সাংবাদিককে শারীরিক ও মানসিকভাবে গভীরভাবে বিপর্যস্ত করেছে। তিনি যখন 'স্যার আমাকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে, দয়া করে ধাক্কা দেবেন না' বলে অনুনয় করছিলেন, তখন কংগ্রেস কর্মীদের 'রাহুল গান্ধি জিন্দাবাদ' স্লোগানে তাঁর আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। আরও অভিযোগ, তিনি পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হলেও রাহুল গান্ধি বা তাঁর সঙ্গে থাকা নেতারা কিংবা নিরাপত্তা কর্মীদের কেউই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। তিনি প্রায় ৪০ মিনিট ফুটপাতে বসে সহায়তার জন্য আকুতি জানান। ঘটনার পর থেকে কংগ্রেস ও তার শীর্ষ নেতারা বিষয়টিকে 'রাজনৈতিক অপপ্রচার' বলে দাবি করেছে। ওই সাংবাদিক জানান, একজন কর্তব্যরত সাংবাদিক হিসেবে তিনি সেখানে হাজির ছিলেন, কোনও প্রতিবাদী হিসেবে নয়। গত ১৭ অক্টোবর দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছে রাহুল গান্ধি ও অন্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করার অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। আদালত চত্বরে রাজনৈতিক মিছিল ও বিক্ষোভ বন্ধের দাবিতে চারজন আইনজীবীর করা একটি বিচারাধীন মামলার সঙ্গেই এই আবেদনটি যুক্ত করা হয়েছে। মামলাকারীর তরফে বর্ষীয়ান আইনজীবী গৌরব ভাটিয়া সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আদালত পূজাবকাশের পর এই মামলার শুনানির আশ্বাস দেয়।

গাইঘাটা কাণ্ডে তৃণমূলকে খোঁচা শমীকের

১-র পাতার পর-অভিযুক্ত! তদন্তকারীদের দাবি, ফেরার পথে বন্দুক ছিনিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রহ্লাদ। আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশও। তাতেই মৃত্যু হয় অভিযুক্তের। এদিন শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''কোন পরিস্থিতিতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়? আমাদের রাজ্যে কতবার পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে? আমরা দেখেছি, যখন ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন চলছিল পুলিশ হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে, দোকানদারদের কাছে বলেছে শাটার তুলুন, দরজা খুলুন আমরা প্রাণে বাঁচতে চাই। পুলিশ যদি বারবার আক্রান্ত হয়, তাদের সামনে কোন পথ খোলা আছে?'' তৃণমূলকে আক্রমণ করে শমীকের বক্তব্য, ''প্রশাসনের রাজনীতিকরণের কতটা কদর্য রূপ হতে পারে, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দেখিয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিজেপি জয়ী মহিলা প্রার্থীদের রাত দেড়টা পর্যন্ত গণনাকেন্দ্রে বসিয়ে রেখে, সার্টিফিকেট পালটে দিয়ে তাঁদের পরাজিত ঘোষণা করে দেওয়া, যা প্রার্থী নিজেই জানেন না।'' শমীকের আরও প্রশ্ন, ''গত ১৫ বছরে কত সাংবাদিক রক্তাক্ত হয়েছেন?

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক অর্থ বছর ২৭-এর দ্বিতীয় প্রান্তিকের ফলাফল

মুম্বাই, ২৭ অক্টোবরঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক ৩০সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও অর্ধবার্ষিকের জন্য তাদের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। ব্যাংকটি অর্থ বছর ২৭-এর দ্বিতীয় প্রান্তিকে ১০৪৫ কোটি টাকার কর-পরবর্তী মুনাফা অর্জন করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯৬.৫ বেশি। অর্থবছর ২৭-এর প্রথমার্ধে কর-পরবর্তী মুনাফা দাঁড়িয়েছে ২,১২০ কোটি টাকায় এবং সম্পদের ওপর আয় ছিল ০.৯৯। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মন্তব্য ১. আমানতের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধিঃ মোট আমানত বার্ষিক ভিত্তিতে ২৫.৯ এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ১১.৮ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪৮,৫৮৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

NAME CHANGE

I, Hasiba Bewa (Old Name) W/O–Ashadujjaman Mia residing at Vill-Jamanpur , PO-Pamaipur , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Hasiba Bewa to Hasiba Bibi and henceforth I shall be known as Hasiba Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/10/2026 . My name Hasiba Bibi & Hasiba Bewa both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sukchand Mal (Old Name) S/O–Mainuddin Mal residing at Vill-Charakpota , PO-Baruipara , PS-Palashipara , Dist-Nadia, West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Sukchand Mal to Shukchand Ali Mal and henceforth I shall be known as Shukchand Ali Mal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/10/2026 . My name Shukchand Ali Mal & Sukchand Mal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manarul Mondal (Old Name) S/O–Chhiyatulla Mandal resident of Vill & Po-Sahajadpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Manarul Mondal to Minarul Mandal and henceforth I shall be known as Minarul Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class Berhampore court on 27/10/2026. My name Minarul Mandal & Manarul Mondal both are same and one identical person

'বইটা বেরোলে কিছু তামাশা তো হবেই'

১-র পাতার পর-তবে নিজের বক্তব্যকে ঘটনাপ্রবাহের আর একটি 'সংস্করণ' বলতে চাননি সোনিয়া। তাঁর কথায়, এটি তাঁর নিজের গল্প। আর সেই গল্প নিয়ে বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যে আলাদা হতে পারে, সে কথাও মেনে নিয়েছেন তিনি। বই পড়ে তাঁর সম্পর্কে কারও ধারণা বদলাতে পারে। আবার কারও ধারণা আরও খারাপও হতে পারে বলে মনে করেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন। সোনিয়ার কথায়, বই লিখলে বা জনজীবনে থাকলে এমন প্রতিক্রিয়া আসতেই পারে। ভিডিওয় রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রসঙ্গেও সংক্ষেপে কথা বলেছেন সোনিয়া। জানিয়েছেন, রাজীবকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা বলা হলে তিনি তার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তবে সেই প্রসঙ্গের গোড়ায় তাঁর মন্তব্য, ''পুরো ঘটনাটা বলা উচিত হবে কি না, জানি না।'' এর আগে আত্মজীবনীর ঝলক প্রকাশ করে কেমব্রিজে রাজীবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিও ভাগ করে নিয়েছিলেন সোনিয়া। ইতালির শৈশব থেকে রাজীবের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভারতে তাঁর জীবনের নানা অধ্যায় উঠে আসবে বইটিতে। বইটি ভারতে প্রকাশ করছে হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া। সোনিয়ার কথাতেই ইঙ্গিত, বই প্রকাশের পর তাঁকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হতে পারে। তাঁর নিজের বয়ানে সেই জীবনের কতটা উঠে এসেছে, তা জানতে এখন অপেক্ষা ১০ নভেম্বরের।

মানুষের ভরসা ফিরিয়ে

১-র পাতার পর-কেউ যদি আইন অমান্য করে, তাহলে তার সঙ্গে এরকমই হবে।'' দিলীপের কথায়, ''পুলিশের উপর মানুষ ভরসা রাখতে ভুলে গিয়েছেন। তাই, সেই ভরসা ফিরিয়ে আনতে হলে এমন কিছু কাজ করতে হয় পুলিশকে।'' মন্ত্রী বলেন, ''পুলিশকে মানুষকে ন্যায় দিতে হবে। মানুষ তাঁদের উপর ভরসা রাখতে ভুলে গিয়েছে। ভরসা ফিরিয়ে আনতে গেলে পুলিশকে কিছু অপ্রিয় কাজ করতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''ভয় তো এত সহজে কেউ পায় না। কারণ আইন-কানুন ব্যবস্থা বহু বছর বাংলায় নেই। কিন্তু আইন-কানুনের রাজত্ব যদি প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে সবাই ভয় পাবে। সতর্ক হবে। দু'টো জিনিস করতে হবে। যেমন সমাজে সুবিচার আনা, পরিবেশ ঠিক করা। যাতে লোকে এই ধরনের কাজ না করে। আর করলে তার যে সাজা হবে, তা যেন উদাহরণ হিসেবে থাকে।''

বাসন্তীতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৭ অক্টোবর ঃ অপরাধ দমনে নৈশ টহল চালানোর সময় গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে গুলিভর্তি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বাসন্তী থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আনারুল পাইক (৩৩)। তাঁর বাড়ি বাসন্তী থানার কালাহাজরা সরকারপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,সোমবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত বাসন্তী থানার পুলিশ এলাকায় নৈশ টহল দিচ্ছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালাহাজরা সরকার পাড়া কালভার্টের কাছে অভিযান চালান পুলিশকর্মীরা।

১০ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি?

১-র পাতার পর-কমিশন। শুনানি ও আপিলের নিষ্পত্তি না করে এই জলদি ভোটের প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। মমতা তৃণমূলের প্রতিনিধি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বৈঠকে এসআইআরের কারণে বাদ পড়া ১ লক্ষ ১৭ হাজার ভোটারের ভবিষ্যৎ এবং অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারেনি কমিশন। নির্দিষ্ট কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে এবং বৈঠকে কোনও ভিডিওগ্রাফি বা কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। ২০২৪ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী কলকাতা পুরসভা নির্বাচন করানোর দাবি জানান তাঁরা। অন্যদিকে, বিজেপির প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন দে জানান, আজকের সভার মূল এজেন্ডা ছিল খসড়া ভোটার তালিকা এবং বুথ তালিকা হস্তান্তর করা।

রাজ্যে ফের এনকাউন্টার

১-র পাতার পর-নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নেওয়া হয়। মঙ্গলবার ভোরে তাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েছিল তদন্তকারীরা। আর সেখান থেকে ফেরার পথেই এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। মৃত ছাত্রীর ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। এবার সেই মামলায় ধৃতেরই মৃত্যু হল পুলিশের গুলিতে। কী ভাবে রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটল, কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালানো হল- এখন সেই প্রশ্নগুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কয়েকমাস আগেই বারুইপুরে এক নাবালিকার ধর্ষণ-খুন মামলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছিল এক অভিযুক্তর।

আধার-জটে রেশন বন্ধ, দৃষ্টিহীন কালীচরণের পাশে বিধায়ক

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৭ অক্টোবর ঃ আধার কার্ড নেই। তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রেশন। সংসারে খাবার জোগাড় করতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করতে হচ্ছিল দৃষ্টিহীন কালীচরণ সরেনকে। এ বার তাঁর পাশে দাঁড়ালেন বিনপুরের বিজেপি বিধায়ক প্রণত টুডু। সোমবার কালীচরণ ও তাঁর মেয়ে অঞ্জলিকে গাড়িতে করে ঝাড়গ্রামে এনে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগে পরীক্ষা করালেন তিনি। বাবা-মেয়ের হাতে তুলে দিলেন নতুন জামাকাপড়। অঞ্জলির পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়, তার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। অন্য দিকে, আগামী মাস থেকে কালীচরণের বন্ধ রেশন চালুর আশ্বাস দিয়েছে খাদ্য দফতর। ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের জরকা গ্রামের বাসিন্দা কালীচরণের আধার কার্ড না থাকায় রেশন পাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সোমবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলা খাদ্য দফতরের পরিদর্শক-সহ আধিকারিকেরা। কালীচরণ তাঁদের জানান, আধার কার্ড না থাকায় রেশন দোকান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সংসারে খাবারের সংস্থান করতে তাই ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে ভিন্ জেলায় ভিক্ষা করতে যেতে হচ্ছিল তাঁকে। খাদ্য দফতরের পোর্টালে কালীচরণের অন্ত্যোদয় রেশন কার্ডে পাঁচ জন সদস্যের নাম সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী সরেনের মৃত্যু হয়েছে বলে আধিকারিকদের জানান কালীচরণ। বর্তমানে পরিবারের সদস্য চার জন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আপাতত বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে খাদ্য দফতর। 'এক্সেপশন ক্যাটাগরি'-তে এনে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। নতুন পোর্টালে তথ্য আপডেট হয়ে গেলেই আগামী মাস থেকে পরিবারের সদস্যেরা রেশন পাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন আধিকারিকেরা। তবে এটি সাময়িক ব্যবস্থা। স্থায়ী সমাধানের জন্য আধার কার্ড তৈরি জরুরি। দৃষ্টিহীনতার কারণে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সমস্যা হওয়ায় জেলা স্তরের আধার আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে প্রশাসন। এদিন কালীচরণের চক্ষু পরীক্ষা করানোর পরে বিধায়ক প্রণত টুডু বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চক্ষু পরীক্ষা করানো হয়। তিনি একশো শতাংশ দৃষ্টিহীন। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর আধার কার্ডটি যাতে দ্রুত তৈরি করা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং তাঁর মেয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থাও করব।'' রেশন চালু ও আধার কার্ড তৈরির উদ্যোগের পাশাপাশি অঞ্জলির পড়াশোনার জন্য বইয়ের আশ্বাসে কিছুটা ভরসা পেয়েছে পরিবারটি। সংসারের অভাবে যে শিশুকে বাবার সঙ্গে ভিক্ষা করতে পথে নামতে হয়েছে, তার পড়াশোনা যাতে থমকে না যায়, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে কালীচরণ।

রাতভর উদ্ধারকাজ, পাণ্ডবেশ্বরের কোলিয়ারি থেকে বিপন্মুক্ত উদ্ধার ১২ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৭ অক্টোবর ঃ টানা ১২ ঘণ্টা মরণ-বাঁচন লড়াই। অবশেষে স্বস্তি! মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতেই পাণ্ডবেশ্বরের খনিতে আটকে পড়া ১২ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হল। তাঁরা সকলে সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার বিকেলে ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার কুমারডিহির খনিতে কাজ করতে নেমে প্রায় ২০০ ফুট গভীরে ডুলিতে আটকে পড়েছিলেন ১২ জন শ্রমিক। ইঞ্জিন ঘরের ড্রামে ডুলির লোহার রশি ফেঁসে যায়। তার জেরে ২০০ ফুট গভীর খনির মাঝপথে আটকে যায় পুরো ডুলি। ভেতরে ছিলেন ১২ জন ইসিএল কর্মী। অন্ধকার, গুমোট খনির ভেতরে একটু নড়লেই ছিঁড়ে পড়ার আতঙ্ক। খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চরম উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনতে থাকে পরিবারের লোকজন। প্রথমে খনি কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে ক্রমশ বাড়তে থাকে উদ্বেগ। খনির গভীরে আটকে থাকা শ্রমিকদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। শুরু হয় জোরদার উদ্ধার অভিযান। উদ্ধারকাজ চলাকালীন খনির গভীরে আটকে থাকা শ্রমিকদের সঙ্গে ওয়াকিটকির মাধ্যমে লাগাতার যোগাযোগ রাখা হয়। তাঁদের কাছে পাঠানো হয় জল ও শুকনো খাবার, যাতে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকলেও তাঁরা অসুস্থ না হয়ে পড়েন। একদিকে খনির গভীরে আটকে থাকা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, অন্যদিকে তাঁদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা - দু'দিকে নিখুঁত ভারসাম্য রেখে রাতভর চলে অপারেশন। উদ্ধারকাজের উপর নজরদারির নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদেরও গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছান দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ডা. প্রণব কুমার। উদ্ধার অভিযানে সহযোগিতার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারিও। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং খনি কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে রাতভর চলে উদ্ধারকাজ। প্রথমে রশি ছাড়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে বিশেষজ্ঞ টিম এনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রাম মেরামত করে ভোর দিকে একে একে সবাইকে ওপরে তুলে আনা হয়। দীর্ঘ অপেক্ষা, উৎকণ্ঠা আর টানা চেষ্টার পর অবশেষে মঙ্গলবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে উদ্ধার করা হয় আটকে থাকা শ্রমিকদের। তাঁদের প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন বলে ইসিএলের তরফে জানানো হয়। কোলিয়ারি সূত্রে জানা গেছে, আপাতত সকলেই সুস্থ আছেন । তবে ১২ ঘণ্টা ঝুলে থাকার কারণে তাঁরা চরম শারীরিক ও মানসিক ধকলের মধ্যে রয়েছেন । সকলকেই দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে শারীরিক পরীক্ষার জন্য। প্রাণে বাঁচলেও, ইসিএলের শ্রমিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। কয়েক মাস আগেই যে ড্রাম মেরামত হয়েছিল, সেই ড্রাম কীভাবে ফেঁসে গেল ? ঠিকাদারের কাজে কি গাফিলাতি ছিল? এই ঘটনায় বড়সড় বিপদের আশঙ্কা কাটলেও খনির গভীরে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, 'ইসিএল খনি কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা নয় জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও এলাকাবাসী সঙ্গে খনি শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় উদ্ধার হয় আটকে থাকা শ্রমিকরা। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেদিকে বাড়তি নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কোলিয়ারির সমস্ত যন্ত্রের সুরক্ষা পরীক্ষা করা জরুরি।

বেলপাহাড়ির সাহাড়ি মাঠে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ অক্টোবর ঃ জনজাতীয় গৌরব দিবসে ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালনে বেলপাহাড়ির সাহাড়ি মাঠে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১৫ নভেম্বরের ওই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সভাস্থল পরিদর্শন করেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা-সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের আধিকারিকেরা। মাঠের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্যান্য প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। বিধায়ক প্রণত টুডু বলেন, 'ওই দিন উত্তরবঙ্গ থেকে বিকেলবেলা মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। সেদিন অভূতপূর্ব জমায়েত হবে। ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।'' তাঁর বক্তব্য, বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। গত ২৩ অক্টোবর ঝাড়গ্রামের কালাঝরিয়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে বেলপাহাড়িতে আসার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ঘোষণার পর থেকেই প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের পরিদর্শনে সভাস্থলের উপযুক্ত পরিকাঠামো, নিরাপত্তা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতির পাশাপাশি স্থানীয় স্তরেও কর্মসূচিকে সফল করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে বিরসা মুন্ডার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি ওই দিনের অনুষ্ঠানে বিপুল মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-ইআর-জিইএনএল-কন-১৯০-২০২৬-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-ইআর-জিইএনএল-সিওএন-১৯০-২০২৬, তারিখ ঃ ২৭.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি যাঁদের নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অর্থনৈতিক যোগ্যতা এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা ডিভিসনের নির্মাণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যখন যেরূপ প্রয়োজন, বাধাবিহীন কার্যস্থলের ব্যবস্থা করতে নির্মাণস্থলের সঙ্গে একসূত্রে বা নিকটে থাকা বৈদ্যুতিক বাধামূলক কাজ-এর স্থানান্তর/অপসারণ/পথ পরিবর্তন/ত্রুটি সংশোধন প্রভৃতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৫,৪৪,৯৬,৬৭২.০৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯০,৮৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬০ (ষাট) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে পরিশোধের পর **www.ireps. gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ এবং উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ টেন্ডার প্রস্তাব **www.ireps.gov.in** এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এই রূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। টেন্ডার নথিসমূহ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্যাদি **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তিটি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন-এইচকিউ, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১-এও দেখা যাবে।

CON-47/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সেমিনারের আয়োজন পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, মর্যাদা, লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ কাজের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের পার্সোনেল শাখার উদ্যোগে 'কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি

প্রতিরোধ' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি কর্মী যাতে সম্মান ও সমতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে পূর্ব রেল অঙ্গীকারবদ্ধ।এই সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তারা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ড. মহুয়া ভার্মা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের আইনি দিকগুলি, এই বিষয়ে সচেতনতার গুরুত্ব, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, সমস্ত কর্মীর জন্য একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও সমতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুরুলিয়ায় বিজেপির বিক্ষোভ ও কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৭ অক্টোবর ঃ ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের কুরুচিকর ও নক্কারজনক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদে সরব হলো ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়া জেলা বিজেপির উদ্যোগে শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এক জোরদার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতা-কর্মীরা কংগ্রেস ও মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তীব্র স্লোগান দেন। এরপর খাড়গের একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন দলীয় সমর্থকেরা। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, মন্ত্রী নদীয়া চাঁদ বাউরি এবং স্থানীয় বিধায়কসহ জেলা বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা। বিক্ষোভ সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্বর্গীয় পিতা সম্পর্কে এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য কংগ্রেসের নিচু মানসিকতাকেই প্রকাশ করে। তারা দাবি জানান, মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অতি দ্রুত দেশবাসী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। আগামী দিনে এই ধরনের অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

পূর্বস্থলীর নিমদহ চাঁদপাড়ায় লক্ষ্মীপুজোর রাতে জমি বিবাদে খুন, পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২৭ অক্টোবর ঃ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে এক ব্যক্তিকে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। সেই খুনের ঘটনায় এবার পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত। ধৃতদের নাম রামানন্দ দাস ও প্রেমানন্দ দাস। জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের পুরনো বিবাদের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনায় আরও দুজনের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে প্রহ্লাদ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তি নিজের জমিতে জল দেওয়ার জন্য শ্যালো মেশিন চালাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। এরপর তাঁকে খুঁজতে জমিতে গিয়ে পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, প্রহ্লাদ প্রামাণিককে প্রথমে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ধরমপুর এলাকার কয়েকজন ব্যক্তির নাম জানিয়েছিলেন বলে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনের বিরুদ্ধে পূর্বস্থলী থানায় মামলা দায়ের হয়। অভিযোগে উঠে আসে, জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের পুরনো

বিবাদ থেকেই এই হামলার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত শুরু করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে রামানন্দ দাস ও প্রেমানন্দ দাস নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত আরও দুজন এখনও পলাতক। তাঁদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে এবং কী পরিস্থিতিতে এই খুনের ঘটনা ঘটল, তার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আজ তাঁদের কালনা মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আর কারা জড়িত, খুনের পিছনে জমি সংক্রান্ত বিবাদই মূল কারণ কি না এবং ঘটনার আগে বা পরে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে এমন নৃশংস খুনের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের দিকেই এখন নজর রয়েছে পুলিশের।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা নিউ গুয়াহাটি ডিজেল লোকো শেডে হিয়ারিং হেলথ এওয়ারনেস প্রোগ্র্যাম-এর আয়োজন

মালিগাঁও, ২৭ অক্টোবর ঃ 'বিশ্ব অডিওলজিস্ট দিবস' উপলক্ষে সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিউ গুয়াহাটি ডিজেল লোকো শেডের সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়ে কর্মক্ষেত্রে শব্দজনিত শ্রবণশক্তি হ্রাস বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সবার জন্য শোনার ক্ষমতার সুরক্ষা প্রতিরোধ ও পরিচর্যা শীর্ষক এই কর্মসূচিতে শোনার ক্ষমতা সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, টেকনিশিয়ান ও লোকো পাইলটসহ প্রায় ২০ জন রেলকর্মী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল দায়িত্ব পালনের সময় উচ্চ মাত্রার শব্দের প্রভাব থেকে কর্মীদের শোনার ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কর্মক্ষেত্রে শোনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্পষ্ট যোগাযোগ ও পারিপার্শ্বিক শব্দ শনাক্ত করার ক্ষমতা সতর্কতা বজায় রাখতে এবং দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালের অডিওলজিস্ট অনির্বাণ সরকার শব্দের প্রভাবে শোনার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ, ঝুঁকি ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জ্যেষ্ঠ মণ্ডল চিকিৎসা আধিকারিক (কান, নাক ও গলা) ডা. রুবি দোলে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং শোনার ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে নিউ গুয়াহাটির অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক ডা. পি. দেব বর্মনও উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালে উপলব্ধ অডিওলজি ও ইএনটি পরিষেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি, শোনার ক্ষমতা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রে সময়মতো

পরীক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণের জন্য তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। এই উদ্যোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কর্মীদের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

সুন্দরবনে কমছে সুন্দরী- গোলপাতা গাছ, অন্যদিকে সরছে জঙ্গল! নয়া আশঙ্কায় কাঁটা গবেষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ২৭ অক্টোবর ঃ সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান গাছ সুন্দরী, গোলপাতা-সহ আরও অন্যান্য গাছ সরছে পূর্বদিকে, যাকে বলা হচ্ছে জোনেশন। মিষ্টি জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় সুন্দরবনে নুনের পরিমাণ বাড়ছে। তার ফলে গাছের

স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিবর্তে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বেশি শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে। সুন্দরবনের পূর্বদিকের জঙ্গলে বাড়ছে ম্যানগ্রোভ। সেই তুলনায় পশ্চিমদিকের জঙ্গলে গাছ বাড়ছে না, ফলে কমছে ঘনত্ব। আর এই ঘটনায় বিপদের আশঙ্কা করছেন সুন্দরবন বিশেষজ্ঞরা। পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সুন্দরবনের ভূমি ব্যবহারের ধরনেও। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবনের ৯৪.২ শতাংশ এলাকা ঘন বনাঞ্চলে আবৃত ছিল। ২০২৪ সালে সেই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছিল ৯১.৫ শতাংশে। একই সময়ে জলাভূমির পরিমাণ বেড়েছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্রমশঃ ছোট এবং পাতলা হয়ে আসছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ। আর যার ফলে চিন্তায় পড়েছেন পরিবেশবিদরা। পূর্বদিকের জঙ্গলের ম্যানগ্রোভ বড় হচ্ছে। অপরদিকে, পশ্চিমদিকের গাছগুলি বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। ফলে খালি চোখে পার্থক্য ধরা পড়ছে। আর যার ফলে চিন্তায় পড়েছেন পরিবেশবিদরা। ইতিমধ্যে গোলপাতা, সুন্দরীর মতো ম্যানগ্রোভ গাছ পূর্বদিকে বাংলাদেশের দিকে সরতে শুরু করেছে। কাদামাটি-সহ পলি পড়ার ঘটনায় মিষ্টি জলের ধারা কমছে। আর যার ফলে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ। কিন্তু কেন এমন ঘটছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশে মাটিতে নুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে অনেক প্রজাতি নষ্ট হয়ে গেছে। জল বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে এই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সুন্দরবন গড়ে উঠেছে নোনা ও মিষ্টি জলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা খাঁড়িগুলিতে। পদ্মা ও মেঘনা- সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীগুলি থেকে মিষ্টি জল বেশি পরিমাণে পাচ্ছে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলি। কিন্তু ভারতীয় সুন্দরবনের অংশে নুনের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে প্রকৃতিগত কারণেই পূর্বদিকে দিকে সরছে সুন্দরবন। পরিবেশবিদ তথা সুন্দরবন বিশারদ এবং গবেষক সুভাষ চন্দ্র আচার্য এই কথার সঙ্গে একমত। তিনি আরও জানিয়েছেন ভারতীয় সুন্দরবনের ভিতরের অনেক জায়গায় গাছের ঘনত্ব খুবই কমেছে। যা আগামীতে সুন্দরবনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ধুলিয়ানে বিজেপি নেতাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত নিকেশ পুলিশের গুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ অক্টোবর ঃ গাইঘাটার পর এবার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান। মঙ্গলবার ভোরের পর দুপুরে ফের এনকাউন্টারের ঘটনা। ধুলিয়ানে খুনে অভিযুক্ত যুবক সামাউন শেখের গায়ে লাগে পুলিশের গুলি। এনকাউন্টারে সেই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সামাউন শেখের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মাস কয়েক আগে সুজিত মণ্ডল নামে বিজেপি নেতাকে কুপিয়ে খুন করার ঘটনায় অভিযোগ উঠেছিল সামাউন শেখের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ভোরে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তকে এনকাউন্টারের পর বিকেলে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে খুনের অভিযুক্তকে নিকেশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশকে তদন্তে বাধা দিয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় তাকে এনকাউন্টার করা হয় বলে খবর। মৃতের নাম সামাউন শেখ। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সামাউনকে। সেখানেই পুলিশের হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে ওই অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তখনই আত্মরক্ষার্থে সামাউনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই অভিযুক্তের। তাকে স্থানীয় ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে মৃতদেহ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩, রক্ষা হবু দম্পতির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ অক্টোবর ঃ আর মাত্র চার দিন পর বিয়ে। নতুন জীবনে পা রাখার আগে হবু স্ত্রীকে নিয়ে প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুটের পরিকল্পনা করেছিলেন ভাতারের আলমপুরের বাসিন্দা রাজা মল্লিক। মঙ্গলবার বোলপুরের মনোরম পরিবেশে ছবি তোলার জন্য রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন দুই পেশাদার ফটোগ্রাফার। কিন্তু সেই আনন্দের সফরই মুহূর্তে বদলে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনায়। ভাতার থানার ঝর্ণা মোড়ের কাছে ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে স্করপিও ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন তিন জন। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন হবু বর-কনে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চার জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ওরগ্রামের বাসিন্দা বাইক আরোহী সাধুজামাল শাহ শেখ (৪৭), বর্ধমানের কমলসায়েরের শেখ নওয়াজ (২৩) এবং জামালপুরের মশাগ্রামের সুদেব ঘোষ (২৮)। শেখ নওয়াজ ও সুদেব ঘোষ দু'জনেই পেশায় ফটোগ্রাফার। প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুটের জন্য তাদের সঙ্গে নিয়েই রওনা দিয়েছিলেন রাজা। কিন্তু হবু দম্পতির জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দি করার বদলে দুই ফটোগ্রাফারের জীবনের শেষ সাক্ষী হয়ে রইল সেই দুর্ঘটনাস্থল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে বর্ধমান-বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ঝর্ণা মোড়ের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বর্ধমানের দিক থেকে গুসকরার দিকে যাওয়া একটি স্করপিওর সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে বাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্করপিওটি রাস্তার পাশের ধানজমিতে উল্টে পড়ে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জাতীয় সড়কের উপর আচমকা একটি ছাগল চলে আসায় সেটিকে বাঁচাতে গিয়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। তবে কী কারণে এবং ঠিক কী ভাবে দু'টি গাড়ির সংঘর্ষ হল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী সাধুজামাল শাহ শেখের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, স্করপিওতে থাকা দুই ফটোগ্রাফার শেখ নওয়াজ ও সুদেব ঘোষেরও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। গাড়িতে থাকা হবু বর-কনে-সহ অন্য যাত্রীরা আহত হন। তাঁদের মধ্যে চার জনের আঘাতের খবর মিলেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আর মাত্র চার দিন পর যে বাড়িতে বিয়ের সানাই বাজত, সেখানে এখন নেমে এসেছে উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া। যে সফরের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের অন্যতম সুন্দর মুহূর্তগুলিকে ছবির ফ্রেমে ধরে রাখা, সেই সফরই তিনটি পরিবারের জীবনে ডেকে আনল গভীর শোক। হবু দম্পতি প্রাণে বাঁচলেও এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি তাঁদের কাছে দীর্ঘদিনের আতঙ্ক হয়ে থাকবে। দুই তরুণ ফটোগ্রাফারের অকালমৃত্যুতে তাঁদের পরিবারগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হল।

তিনটি টোটোর ৯টি ব্যাটারি চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৭ অক্টোবর ঃ আরামবাগ পঞ্চায়েতের সামনে থেকে তিনটি টোটোর মোট ন'টি ব্যাটারি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলি জেলার আরামবাগের আরান্ডী-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুড়া হাটতলায়। পুজো উপলক্ষে পঞ্চায়েত বন্ধ থাকার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। আরামবাগ থানার পুলিশ ক্যাম্পেও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওই টোটোগুলি কেনা হয়েছিল। তবে তৃণমূলের শাসনকালের শেষ দিকে টোটোগুলি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীতে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর টোটোগুলিকে পুনরায় পঞ্চায়েতের সামনে এনে রাখা হয়। অভিযোগ, পুজো উপলক্ষে পঞ্চায়েত বন্ধ থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা তিনটি টোটো থেকে মোট ন'টি ব্যাটারি খুলে নিয়ে চম্পট দেয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

টেন্ডার নং টিএন-২০৪-২৬-২৭ টেন্ডার নোটিস নং ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ২২.১০.২০২৬ এর মাধ্যমে যেটি ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৩.১১.২০২৬ তারিখে খোলার কথা নির্ধারিত ছিল এতদ্বারা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতার কারণে **বাতিল** করা হল।

SDAH-277/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-1, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/13/26-27

Name of the work: **Renovation work of lighting arrangement at Tala Jheel Park in Ward No.-05, under Br.-I.** Estimated Amount : **₹2,48,668.00.** Earnest Money : **₹5,000.00.** Time of Completion: **15 Days.**

2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/INS/COM/7/26-27

Name of the work: **Operation and maintenance of electrical installation at Borough-I office and different other institutions under Br.-I.** Estimated Amount : **₹2,87,298.00.** Earnest Money : **₹ 5,800.00.** Time of Completion: **248 Days.**

3) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/COM/10/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement work of electrical arrangement at different institutions in Ward No.-5 & 6 under Br-I.** Estimated Amount : **₹2,47,963.00.** Earnest Money : **₹ 5,000.00.** Time of Completion: **25 Days.**

4) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/14/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement work of Uttaran lighting system at Khudiram Bose Sarani Uttaran, Olai Chandi Uttaran and different other Uttarans in Ward No.-05, under Br.-I.** Estimated Amount: **₹1,98,545.00.** Earnest Money : **₹ 4,000.00.** Time of Completion: **25 Days.**

5) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/12/26-27

Name of the work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-05, under Br.-I.** Estimated Amount: **₹2,45,905.00.** Earnest Money : **₹ 4,920.00.** Time of Completion: **181 Days.**

6) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/15/26-27

Name of the work: **Improvement work of lighting arrangement at Manmatha Nath Ganguly Road, Nilmony Mitra Row and different other places in Ward No.-05, under Br-I.** Estimated Amount: **₹2,88,816.00.** Earnest Money : **₹ 5,800.00.** Time of Completion: **18 Days.**

7) NIT No.: KMC/LTG/Z1/INS/W6/10/26-27

Name of the work: **Operation and maintenance of 1 (one) no. 40 KVA D. G. set at Borough-1 office (10, B. T. Road) in Ward No.-6, under Br-I.** Estimated Amount: **₹2,31,509.00.** Earnest Money : **₹ 4,650.00.** Time of Completion: **365 Days.**

8) NIT No.: KMC/LTG/Z1/INS/COM/9/26-27

Name of the work: **Operation and maintenance of elec. installation at different labour quarters, K.M.C.P Schllos, night shelters under Br-I.** Estimated Amount: **₹2,87,298.00.** Earnest Money : **₹ 5,800.00.** Time of Completion: **248 Days.**

9) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/03/26-27

Name of the work: **Repairing and restoration work of lighting arrangement at Priyanath Mukherjee Road, Seth Pukur Road, K.P.S Road and other different places in Ward No.-06 under Br-I.** Estimated Amount: **₹2,64,896.00.** Earnest Money : **₹ 5,300.00.** Time of Completion: **28 Days.**

10) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/14/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement work of Uttaran lighting system at Jagannath Uttaran, Dalpatty Uttaran, Ghosh Bagan Uttaran and different other Uttarans in Ward No.-06, under Br.-I.** Estimated Amount: **₹1,98,875.00.** Earnest Money : **₹ 4,000.00.** Time of Completion: **25 Days.**

11) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/13/26-27

Name of the work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-06, under Br-I.** Estimated Amount: **₹2,47,811.00.** Earnest Money : **₹ 4,960.00.** Time of Completion: **181 Days.**

12) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/2/26-27(R)

Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings at different places in Ward No.-04 under Br-I, KMC.** Estimated Amount: **₹4,65,849.46.** Earnest Money : **₹ 9,500.00.** Time of Completion: **7 Days.**

13) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/2/26-27

Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings at different places in Ward No.-07 under Br-I, KMC.** Estimated Amount: **₹4,59,019.00.** Earnest Money : **₹ 9,200.00.** Time of Completion: **7 Days.**

14) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/14/26-27

Name of the work: **Replacement of out of warranty LED fitting from different mini pole mast at K.B Sarani, R.M Road and different other places in Ward No.-03.** Estimated Amount: **₹2,92,564.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **21 Days.**

15) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/13/26-27

Name of the work: **Replacement of out of warranty LED fitting from different mini pole mast at Ratan Babu Road and different other places in Ward No.-01.** Estimated Amount: **₹2,84,081.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion: **21 Days.**

16) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/12/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement work of street lighting system at P.N.C Lane, Ratan Babu Road and different other places in Ward No.-01.** Estimated Amount: **₹2,35,920.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of Completion: **28 Days.**

17) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/17/26-27

Name of the work: **Repairing and replacement work of street lighting system at Dumdum Road, Seven Tanks Lane and different other places in Ward No.-02.** Estimated Amount: **₹2,46,807.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of Completion: **21 Days.** Last date and time of Bid submission : **06.11.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 11), 06.11.2026 - 10 a.m. (for Sl. No. 12 & 13) and 05.11.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 14 to 17)** . The bid forms and other details are available on and from **29.10.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 11), 29.10.2026 - 10 a.m. (for Sl. No. 12 & 13) and 29.10.2026 at 9 a.m. (for Sl. No. 14 to 17).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 17).**

635/26-27

নিউজিল্যান্ডে অভিষেক-তাণ্ডবে টি-২০ সিরিজ জিতল ভারত

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ২৭ অক্টোবরঃ ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' কি পথভুলে আছড়ে পড়ল ওয়েলিংটনে? প্রশ্নটা সঙ্গত। কারণ ড্যারিল মিচেলের পাহাড়প্রমাণ রান আর ওয়েলিংটনের কনকনে ঝোড়ো হাওয়া-দুটোকেই কার্যত খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিল ভারতীয় দল। অভিষেক শর্মার অবিশ্বাস্য সেঞ্চুরি এবং একগুচ্ছ বিশ্বরেকর্ডে ভর করে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারাল শ্রেয়স আইয়ারের টিম। শুধু ম্যাচ জয় নয়, ১৩.২ ওভারেই ১৯৯ রান তাড়া করে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও অনায়াসে পকেটে পুরল ভারত। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ১৯৯ রানের টার্গেট। শুরু থেকেই পঞ্চম গিয়ারে দুই ভারতীয় ওপেনার। বোলার কে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। মাত্র ১৫ বলে ব্যক্তিগত হাফ-সেঞ্চুরি অভিষেক শর্মার। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন তরুণ বৈভব সূর্যবংশী। এই ব্যাটিং তাণ্ডবের সুবাদে মাত্র ১৪ বলে (২.২ ওভার) দলীয় পঞ্চাশ রান পূর্ণ করে ভারত। ছুঁয়ে ফেলে পাপুয়া নিউগিনি ও রোমানিয়ার বিশ্বরেকর্ড। হাফ-সেঞ্চুরির রেকর্ড ছোঁয়ার পরেই নতুন ইতিহাস। মাত্র ৫ ওভারে (৩০ বল) দলীয় একশো রান পার টিম ইন্ডিয়ার। পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই দ্রুততম শতরানের বিশ্বরেকর্ড। ভেঙে চুরমার ২০২১ সালে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে করা রোমানিয়ার

৫.২ ওভারের নজিরও। এখানেই শেষ নয়, পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে স্কোর পৌঁছয় ১১৮ রানে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে যা পাওয়ার প্লে-তে সর্বোচ্চ রান। ওপেনিংয়ে সঞ্জু স্যামসনের জায়গায় এদিন সুযোগ পান বৈভব। টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত যে মোটেও ভুল নয়, তা প্রমাণ হল মাঠেই। জেকব ডাফিকে পিটিয়ে প্রথম ওভারেই ২৬ রান নেয় ওপেনিং জুটি। এরপর শুরু অভিষেকের তাণ্ডবলীলা। অ্যাডাম মিলনের ওভারে জোড়া ছক্কা ও চার। রেহাই পেলেন না স্পিনার মাইকেল ব্রেসওয়েলও। তাঁর এক ওভারে এল ২১ রান। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৮ বলে ১১৩ রানের এক অতিমানবিক ইনিংস খেলে কাইল জেমিসনের বলে আউট হন অভিষেক। তাঁর এই বিধ্বংসী ইনিংস সাজানো ৯টি চার ও ১১টি বিশাল ছক্কায়। অন্যদিকে, ১৯ বলে ৪৫ রান করেন বৈভব। ম্যাথু ফিশারের বলে আউট হওয়ার আগে নিজের কাজটা নিখুঁতভাবে সেরে যান এই তরুণ বাঁ-হাতি। ওপেনিং জুটি যখন সাজঘরে ফিরল, ততক্ষণে ভারতের জয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। শেষদিকে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার জয়ের ঠিক আগে মিচেল স্যান্টনারের বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। কিন্তু তাতে জয়ের উৎসবে কোনও ভাটা পড়েনি। কাইল জেমিসনের বলে দুর্দান্ত বাউন্ডারি হাঁকিয়ে মাত্র ১৩.২ ওভারেই ভারতের জয় নিশ্চিত করেন সঞ্জু স্যামসন। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে কিউয়িদের ঘরের মাঠে সিরিজ পকেটে পুরল ভারত। এর আগে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নেয় ভারত। দ্বিতীয় ওভারেই টিম সেইফার্টকে (২) ফিরিয়ে ধাক্কা দেন অর্শদীপ সিং। কিন্তু এরপরই পাল্টা মার ফিন অ্যালেন ও ড্যারিল মিচেলের। পাওয়ার প্লে-তেই কিউয়িরা তোলে ৫৮ রান। ২৫ বলে ৪০ করে আউট হন অ্যালেন। গ্লেন ফিলিপসও (১৭) বেশিদূর এগোতে পারেননি। তবে একদিক আগলে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করেন মিচেল। ৫টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৫২ বলে ৮৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। কিউয়িরা থামে ৩ উইকেটে ১৯৮ স্কোরে। কিন্তু ওয়েলিংটনে অভিষেকের তাণ্ডবের সামনে এই বিশাল রানও নেহাতই বড্ড কম ঠেকল।

'আমাকে এখন গিল-শ্রেয়সকে খুশি রেখে চলতে হয়'

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৭ অক্টোবরঃ টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। ওয়ানডে ক্রিকেটেও কি জায়গা টলমল রোহিত শর্মার? আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেখানে রোহিত খেলবেন কি না, প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে। সেই অধিনায়ক। অর্থাৎ ওয়ানডেতে প্রথম একাদশে কারা খেলবেন, তা অনেকটা নির্ভর করে দুই তারকার সিদ্ধান্তের উপর। সেই নিয়ে নিজের শো 'ফ্যামিলি ফুল হাউসে' রোহিতকে প্রশ্ন করা হয়, বিপদকালে কাকে ডাকবেন? তাতে তিনি জয়ের পর টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ান। চার বছর পর আর নিশ্চয়ই ওই ফরম্যাটে ফিরবেন না। আর ওয়ানডেতে জায়গা পাকা করার জন্য কাউকে 'খুশি' রাখার খেলায় নামবেন না। আসলে রোহিত ওয়ানডে দলে থাকবেন কি না, সেই

বিশ্বকাপে খেলার জন্য এখন শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ারকে 'খুশি' রাখতে হচ্ছে হিটম্যানকে। নিজের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সে কথাই বললেন। গিল এই মুহূর্তে ভারতীয় ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। রোহিতকে আচমকা সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শ্রেয়স আইয়ার টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক, পাশাপাশি ওয়ানডেতে সহ-বলেন, ''দু'জনেই তো এখন ভারতের অধিনায়ক। গিল ওয়ানডেতে ভারতের অধিনায়ক। আর আমি চাই ২০২৭-র বিশ্বকাপ খেলতে। তাই ওকে খুশি রাখতে হয়। আর ২০২৭-র বিশ্বকাপের পর যদি আমি টি-টোয়েন্টিতে ফিরতে চাই, তাহলে শ্রেয়সকে এখন থেকে খুশি রাখতে হবে। তাই আমার দু'জনকেই প্রয়োজন।'' বোঝাই যাচ্ছে, পুরোটাই মজার ছলে। ২০২৪-এ বিশ্বকাপ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। বিশেষ করে আগরকর প্রধান নির্বাচক থাকাকালীন সেই প্রশ্ন বারবার উঠেছে। এমনকী খোদ বিসিসিআই কর্তাব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করে বিতর্ক থামান। এখন নতুন নির্বাচক হয়েছেন প্রজ্ঞান ওঝা। যাঁর সঙ্গে রোহিতের সম্পর্ক বেশ ভালো। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছেন হিটম্যান। তাই সেই জল্পনা নিয়েই মন্তব্য করলেন রোহিত।

খারাপ আলোয় হাতছাড়া ভারতের অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের জয়

সংবাদ সংস্থা, লিংকন, ২৭ অক্টোবরঃ প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় 'এ'। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের দরজায় পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারল না তারা। নিউ জিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম বেসরকারি টেস্টে মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) খারাপ আলোর কারণে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। শেষ ইনিংসে নিউ জিল্যান্ডের হাতে তখন মাত্র একটি উইকেট বাকি। আকাশ দীপের উইকেট নেওয়ার পর জয়ের আশা আরও বেড়েছিল ভারতের। কিন্তু শেষ উইকেটে প্রায় ১০ ওভার লড়াই করে ম্যাচ বাঁচিয়ে দেয় নিউ জিল্যান্ড। ফলে অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হয় ম্যাচ। ম্যাচের প্রথম দু'দিনে বেশ চাপে ছিল ভারতীয় 'এ' দল। সবুজ ঘাসে ঢাকা পিচে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৩ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। পেসারদের জন্য সহায়ক পিচে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩১৭ রান তোলে নিউ জিল্যান্ড 'এ'। ফলে প্রথম ইনিংসে ২০৪ রানের বড় লিড পেয়ে যায় তারা। দ্বিতীয় ইনিংসেও শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। প্রথম পাঁচ ওভারের মধ্যেই আউট হয়ে যান কেএল রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দেবদত্ত পাডিক্কাল ও সাই সুদর্শন ম্যাচের ছবিটাই বদলে দেন। তৃতীয় উইকেটে দু'জনে ২১৫ রান যোগ করেন। চোট কাটিয়ে লাল বলের ক্রিকেটে ফিরে সুদর্শন করেন ৯১ রান। অন্য দিকে, দুরন্ত ফর্মে থাকা পাডিক্কাল ১৯৯ রান করে আউট হন। তাঁর আউট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়। এর পর যশ রাঠোর ও ওয়াশিংটন সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরান করেন। শেষ দিকে অকিব নবি ও আকাশ দীপের অবদানও কাজে লাগে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১৬ রান করে ভারত। নিউ জিল্যান্ডের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩১৩ রান। ৩১৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতে ভালো খেললেও শেষ দিকে চাপে পড়ে যায় নিউ জিল্যান্ড 'এ'। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন অকিব নবি ও আকাশ দীপ। উইকেট লক্ষ্য করে বল করে ব্যাটারদের চাপে রাখেন নবি। বাঁ হাতি ব্যাটার ম্যাথু বয়েলের বিরুদ্ধে তাঁর একটি বল সরাসরি স্টাম্পে লাগে। অন্য দিকে, আকাশ দীপও সঠিক লাইন ও লেন্থে বল করে রান তোলার সুযোগ কমিয়ে দেন। ম্যাচের চতুর্থ দিন চায়ের বিরতির সময় জয়ের খুব কাছে চলে এসেছিল ভারত। মুকেশ চৌধুরী ও অংশুল কম্বোজও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে নেন। কম্বোজ ডান হাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে উইকেটের আশপাশ থেকে বল করে বারবার তাঁদের ব্যাটের বাইরের দিকের ফাঁক দিয়ে বল বের করে দেন। তাঁর বোলিংয়ের এই কৌশলও নজর কেড়েছিল। কিন্তু শেষ দিকে কার্টিস হেফি ও সাইমন কিনের ৪৬ বলের জুটি ভারতের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেই খারাপ আলোয় পেস বোলিং চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আম্পায়াররা জানিয়ে দেন, আলো আরও কমে গেলে পেসারদের বল করার অনুমতি দেওয়া হবে না। তখন অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল মুকেশ চৌধুরীকে স্পিন করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাতে ম্যাচ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় ভারত। শেষ সেশনে আকাশ দীপের বলে কিন আউট হয়ে গেলে নিউ জিল্যান্ডের হাতে থাকে মাত্র একটি উইকেট। চোটের সমস্যায় ভুগছিলেন কিন। আকাশের বল ভিতরের দিকে ঢুকে আসে, কিন ভুল শট খেলেন, বল গিয়ে আঘাত করে স্টাম্পে। তখন ভারতের প্রয়োজন ছিল আর মাত্র একটি উইকেট। নিউ জিল্যান্ডের হয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান ওপেনার হেফি। শেষ উইকেট তুলে নেওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছিল ভারত। কিন্তু বাকি ১৭ ওভার খেলা থাকতেই খারাপ আলোর কারণে ম্যাচ বন্ধ করে দেন আম্পায়াররা।

অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে এবার টিয়ার সি-তে লড়বে ভারতের ছোটরা

সংবাদ সংস্থা, বাকু, ২৭ অক্টোবরঃ শেষ ম্যাচে শক্তিশালী সেনেগালের কাছে বড় ব্যবধানে হার। আর তাতেই ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপের গ্রুপ সেরা হওয়ার দৌড় আজারবাইজানের বাকুতে বসেছে অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আসর। মোট ১৮৯টি দেশকে নিয়ে ৮-এ-সাইড ডেভলপমেন্ট ফরম্যাটে চলছে এই টুর্নামেন্ট। নিয়ম বেশ

থেকে ছিটকে গেল ভারত। আজারবাইজানের বাকুতে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'কে'-তে তৃতীয় স্থানে শেষ করল ব্লু-কোল্টসরা। তবে টুর্নামেন্ট থেকে এখনই বিদায় নয়। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, আসরের দ্বিতীয় পর্বে এখন টিয়ার সি-তে খেলবে ভারতের ছোটরা। সেখানে লক্ষ্য ৬৫ থেকে ৯৬ তম স্থানের মধ্যে নিজেদের জায়গা পাকা করা। অভিনব। প্রতিটি দলই শেষ দিন পর্যন্ত মাঠে নামার সুযোগ পাবে। গ্রুপ সেরা ও রানার্স দলগুলি (যেমন ভারতদের গ্রুপ থেকে ক্যামেরুন ও সেনেগাল) খেলবে টিয়ার এ এবং বি-তে। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের বিভিন্ন গ্রুপে তৃতীয় হওয়া মোট ৩২টি দলকে নিয়ে তৈরি হয়েছে টিয়ার সি ব্র্যাকেট। এই ব্র্যাকেটেই এবার সরাসরি নকআউট পদ্ধতিতে নামবে ভারত। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) দলগুলির বিশ্রামের দিন। রাতেই ফিফা কর্তারা গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে টিয়ার সি-র নকআউটের চূড়ান্ত সূচি ও ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ ঠিক করবেন। আগামী ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে টিয়ার সি-র হাড্ডাহাড্ডি নকআউট পর্ব। হোভসান কম্পিটিশন কমপ্লেক্সে পরপর তিনদিন চলবে এই লড়াই। প্রথম রাউন্ডের বৈতরণী পার হলে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল। এরপর ৩০ তারিখ রয়েছে চূড়ান্ত প্লেসমেন্ট বা র‍্যাঙ্কিং ম্যাচ। এই পর্বের প্রতিটি ম্যাচই আন্তর্জাতিক স্তরে সরাসরি দেখা যাবে ড্যাজন প্ল্যাটফর্মে। ফুটবলপ্রেমীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খেলা দেখতে পাবেন। গ্রুপ পর্বে দারুণ পারফর্ম করলেও, শেষ ম্যাচে সেনেগালের কাছে ১-৬ ব্যবধানে পরাজয় কিছুটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে ভারতকে। এখন নকআউট পর্বে নিজেদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে সেরাটা দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য।

ব্যালন ডি'অর জয়ের পর কি তাহলে 'স্যার' হ্যারি কেইন

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৭ অক্টোবরঃ ৯ বছর আগের এক সন্ধ্যা। লন্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটারে ফুটবলের যত মহারথী। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি, নেইমার, সের্হিও রামোস। ফুটবলের অভিজাত দুনিয়া যেন নেমে এসেছে এক ছাদের নিচে। সেখানে ছিলেন হ্যারি কেইনও। তবে একটু দূরে। তখনো ফুটবলের রাজসভায় তাঁর জন্য সিংহাসন পাতা হয়নি। দূর থেকে দেখছিলেন তারকাদের। চোখে-মুখে হয়তো একটু আক্ষেপও ছিল। ২০১৭ সালের সেই ফিফা বেস্ট অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে কেইন কি একবারও ভেবেছিলেন, এই থিয়েটারেই একদিন তাঁর রাজ্যাভিষেক হবে? ৯ বছর পর হলো সেটাই। লন্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটার। কেইনের জন্মস্থান লেইটনস্টন থেকে মাত্র ৯ মাইল দূরে। সেই একই মঞ্চ। তবে এবারের দৃশ্যপট আলাদা। লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপে, রদ্রিদের মতো তারকারা আছেন। কিন্তু রাতের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম হ্যারি কেইন। ৩৩ বছর বয়সী ইংলিশ স্ট্রাইকারের হাতে ব্যালন ডি'অর! ফুটবলের গল্পগুলো কখনো কখনো রূপকথাকেও হার মানায়। কেইনের গল্পটাও তেমন। তবে এই রূপকথায় কোনো জাদুর কাঠি নেই। আছে ঘাম, পরিশ্রম, প্রত্যাখ্যান আর দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার এক আশ্চর্য ইতিহাস। সেই ইতিহাসের শুরুটা মোটেও রাজকীয় নয়। ছোটবেলায় আর্সেনালের বয়সভিত্তিক দলে ছিলেন কেইন। একটু 'মোটাসোটা', শরীরটা নাকি যথেষ্ট 'অ্যাথলেটিক' নয়। এই যুক্তিতে তাঁকে ছেড়ে দেয় আর্সেনাল। কে জানত, একদিন সেই ছেলেই ফুটবলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মানের মুকুট পরবেন! তারপর টটেনহাম হটস্পারে ১৯ বছরের দীর্ঘ যাত্রা। গোলের পর গোল করেছেন। রেকর্ড ভেঙেছেন। কিন্তু ট্রফি? সেটা যেন কেইনের জীবনে নিষিদ্ধ কোনো শব্দ। টটেনহামে থাকতে কতবার শুনেছেন 'লুজার! লুজার!' ফুটবল পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর। এখানে গোল করলে নায়ক। ট্রফি না জিতলে ব্যর্থ। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য যতই অসাধারণ হোক, সাফল্যের শেষ হিসাবটা হয় ট্রফির সংখ্যায়। ২০২৩ সালে তাই কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন কেইন। ইংল্যান্ডে অন্য কোনো ক্লাবের হয়ে খেলবেন না। কিন্তু ট্রফি জিততে হবে। জন্মভূমি ছেড়ে চলে গেলেন জার্মানিতে। বায়ার্ন মিউনিখে। তারপর তিন বছরে রেকর্ডের পর রেকর্ড। গত মরসুমে বায়ার্ন ও ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৫ ম্যাচে ৭৩ গোল। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এক মরসুমে তাঁর চেয়ে বেশি গোল করার কীর্তি আছে শুধু মেসির। কেইনের জীবনে বাতাস ঘুরেছে। আর সেই বাতাসেই উড়ে গিয়েছে পুরোনো দিনের 'লুজার' অপবাদ। এখন তিনি ব্যালন ডি'অরজয়ী। ইংল্যান্ডের ২৫ বছরের অপেক্ষা ঘোচানো নায়ক। ২০০১ সালে মাইকেল ওয়েনের পর প্রথম ইংরেজ হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলেন কেইন। ওয়েন যখন পুরস্কারটি জেতেন, কেইন

তখন ৮ বছরের শিশু। আর্সেনালের বয়সভিত্তিক দলে ফুটবল শেখার দিনগুলোও তখনো আসেনি। ইংল্যান্ডের পঞ্চম ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি'অর পেলেন কেইন। স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুস, ববি চার্লটন, কেভিন কিগান ও মাইকেল ওয়েনের পাশে এখন তাঁর নাম। ব্যালন ডি'অরের লালগালিচায় অনুষ্ঠান শুরুর আগেই সঞ্চালকেরা বলাবলি করছিলেন, ''কেইন জিতলে কিন্তু স্যার হ্যারি কেইন!'' কে জানে, একদিন হয়তো সত্যিই নামের আগে 'স্যার' বসবে। তবে আনুষ্ঠানিক নাইটহুডের জন্য অপেক্ষা করতে হলেও ইংল্যান্ডের অনেক ফুটবলপ্রেমীর হৃদয়ে কেইন ইতিমধ্যে সেই সম্মান পেয়ে গেছেন। অথচ মানুষটা কী আশ্চর্য রকমের বিনয়ী! লালগালিচায় ছোট্ট সাক্ষাৎকারের পর এক সঞ্চালক বললেন, ''হ্যারি কেইন সত্যিকারের ভদ্রলোক।'' পাশে মাইক্রোফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলেন। সেই ভদ্রলোক কেইনকে দেখা গেল পুরস্কার জয়ের পর। ব্রাজিল কিংবদন্তি রোনাল্ডো নাজারিও তাঁর নাম ঘোষণা করেছেন। হাতে সোনালি ট্রফি। সামনে ফুটবল বিশ্বের মহাতারকারা। পরিবার, বন্ধুরাও আছেন। এমন মুহূর্তে অনেকে আবেগে ভেসে যান। কেউ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেন। কেউ সমালোচকদের জবাব দেন। কেইন করলেন উল্টোটা। কৃতজ্ঞতা জানালেন টটেনহামকে। যে ক্লাবে ট্রফি না জেতার জন্য এত বিদ্রূপ সয়েছেন, সেই ক্লাবকেই ভুললেন না। ক্যারিয়ারে যত কোচের অধীনে খেলেছেন, নাম ধরে সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। ফরাসি কিংবদন্তি ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক থিয়েরি অঁরি তাঁকে দেখিয়ে বললেন, ''পরিশ্রম ও প্রতিভার মিশ্রনের নিখুঁত উদাহরণ।'' কেইনের কণ্ঠে তখন অন্য সুর, ''অনেকেই এটা ভাবেননি। এমনকি আমিও ভাবিনি যে এতটা পথ আসতে পারব। অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে ক্যারিয়ারের শুরুতে। এখানে (কক্ষে) কয়েকজনের মতো একদিন সুপারস্টার হব, তেমন মানুষ আমি কখনোই ছিলাম না।'' একটু থেমে যেন নিজের জীবনের সারসংক্ষেপই বলে দিলেন, ''সময় লেগেছে। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেক সময় নিজেই নিজের বিপক্ষে চলে গিয়েও বিশ্বাসটা ধরে রাখতে হয়েছে।'' কথাগুলো বলার সময় পরিবার ও বন্ধুদের প্রসঙ্গে গলা একটু ধরে এসেছিল। তবে আবেগ সামলে নিলেন। পা দুটো মাটিতেই রাখলেন। ভোটদাতা, ভক্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী, সতীর্থ, কাউকেই বাদ দিলেন না ধন্যবাদ জানাতে। একটু থেমে আবার সেই চিরায়ত ভদ্রতা, ''এখনে (কক্ষে) কিছু বিশ্বমানের খেলোয়াড় আছে। মনোনয়নপ্রাপ্ত সবাই এবং বিজয়ীদের অভিনন্দন।'' কেইনের রাজ্যাভিষেকের রাতটা অবশ্য শুধুই ইংল্যান্ডের ছিল না। স্পেনও যেন প্যালাডিয়ামে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল। আটটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন স্প্যানিশরা। মেয়েদের ব্যালন ডি'অর জিতেছেন অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াস। এটি তাঁর তৃতীয় ব্যালন ডি'অর। আইতানা বোনমাতির সর্বোচ্চ তিনবার জয়ের রেকর্ডে ভাগ বসালেন পুতেয়াস। মেয়েদের ব্যালন ডি'অর টানা ষষ্ঠবার গেল স্পেনে। মনে হচ্ছে, পুরস্কারটার সঙ্গে স্প্যানিশদের একটা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হয়ে গেছে! লামিনে ইয়ামাল জিতলেন সেরা উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার। টানা তৃতীয়বার। তবে তাঁর হাতে এই ট্রফি দেখে কারও কারও মনে হয়তো কু-ডাক দিয়েছিল। বড় পুরস্কারটা জিততে পারছেন না বলেই কি আবার উদীয়মানের সান্ত্বনা? শেষ পর্যন্ত হলোও তা-ই। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ছেলেদের সেরা কোচের পুরস্কার নিতে উঠতেই দর্শকদের তুমুল শিস। মনে হচ্ছিল, কোনো সিনেমার হার্টথ্রব নায়ক বুঝি মঞ্চে এসেছেন! বিশ্বকাপ জয়ের পর তাঁর জনপ্রিয়তা যে কোথায় পৌঁছেছে, বোঝা গেল। ছেলেদের বর্ষসেরা ক্লাব পিএসজি। ক্লাবটির হয়ে পুরস্কার নিলেন উসমান দেম্বেলে। তবে রাতের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্তটি উপহার দিলেন বুকায়ো সাকা। মানবহিতকর কাজে অবদানের জন্য সক্রেটিস ট্রফি পেয়েছেন ইংল্যান্ডের এই ফুটবলার। মঞ্চে উঠে পড়ে শোনালেন রুয়ান্ডার ১৪ বছর বয়সী এক শিশুর চিঠি। শিশুটির স্বপ্ন ইংরেজির শিক্ষক হবে। অথচ চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানোর পথে ছিল সে। একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে শিশুটির দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করেছেন সাকা। ফুটবল যে শুধু গোল, ট্রফি আর কোটি কোটি টাকার খেলা নয়, সেই মুহূর্তে যেন সেটাই মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com